গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ১৯ - ২৫ নভেম্বর, ২০১০ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

ওবামার ভারত সফরে জনগণের প্রাপ্তির ভাণ্ডার শূন্য

পরাধীন ভারতে অনেকের ধারণা ছিল ইংল্যান্ড হল স্বপ্নের দেশ। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখেছিলেন, ''বিলেত দেশটা মাটির। সোনা-রূপোর নয়।'' স্বাধীন ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কেও অনেকের সেই রকম ধারণা। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক ভারত সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মলিন ছবিটা হাজার জাঁকজমক ও ঠাট ঠমকের আড়ালেও গোপন করা যায়নি। ওবামা এসেছিলেন মাথার ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুধরনের সংকটের বোঝা নিয়ে। অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁর দরকার ভারতের বাজার, পণ্যের বাজারের চেয়েও বেশি অস্ত্রশস্ত্রের বাজার। এ ছাড়া দরকার ভারতের সস্তা শ্রমশক্তির বাজার। সহজ কথায় সস্তায় ভারতীয় শ্রমিক খাটিয়ে যাতে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজি লাভ তুলতে পারে সেই ব্যবস্থাটা আরও পাকাপোক্ত করা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর একটা সমস্যা ছিল। তাহল, ইতিমধ্যেই আমেরিকার বেকার সমস্যা এমন মারাত্মক আকার নিয়েছে যে বিদেশ থেকে সস্তা কর্মচারী আমদানি করা বা অন্য দেশে কাজ চালান করার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছে যেটা এখন ওবামার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। মার্কিন একচেটিয়া পুঁজি চাইছে আউটসোর্সিং (অন্য দেশ থেকে সস্তায় কাজ করিয়ে আনা) চলুক, আর বেকারত্বে জর্জরিত মার্কিন জনগণের বড় অংশ বলছে দেশের লোককে কাজ দিতে হবে, কাজ অন্যত্র চালান করা চলবে না। একচেটিয়া মার্কিন সংস্থা গুগলের অন্যতম শীর্ষকর্তা নীকেশ অরোরা বলছেন বহু বছর ধরেই গুগল আউটসোর্সিং করে আসছে। উৎপাদনব্যয় কমাবার ক্ষেত্রে এটা চমৎকার হাতিয়ার। শুধু ভারতে নয় এখন ভারত থেকে আউটসোর্সিং হয়ে কলসেন্টার চলে যাচ্ছে ফিলিপিনস ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে। গুগল কর্তার কথা থেকে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির চাহিদাটা বোঝা গেলেও ওবামা জানেন আউটসোর্সিং নিয়ে মার্কিন জনগণের ক্ষোভের কথা। তিনি নিজেই গত নির্বাচনে জুনিয়ার বুশকে ভোটে হারাবার জন্য মার্কিন ভোটারদের মন কাড়তে আউটসোর্সিং বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যেটাকে এখন মার্কিন জনগণ ধাপ্পা বলে ধরে ফেলেছে। আর্থিক সংকটের ধাক্কায় আমেরিকায় এখন রেকর্ড বেকারত্ব, পুঁজিবাদকে সংকট থেকে বাঁচাবার মরিয়া চেষ্টায় মার্কিন সরকার একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে সরকারি খরচ বাড়িয়ে বাজারে চাহিদা বাড়াবার চেষ্টা করার ফলে সরকারের মাথায় বিশাল ঋণের বোঝা। যে মার্কিন সরকার এতদিন বাজার অর্থনীতির ওপর সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে এসেছে, তারাই এখন

ছয়ের পাতায় দেখুন

৮ নভেম্বর কেরালার ত্রিবান্দ্রমে বিক্ষোভ

রোমানিয়া সহ পূর্ব ইউরোপের মানুষ আবার সমাজতন্ত্র চাইছেন

পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্বইউরোপের পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মানুষ এখন ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছেন, কী তাঁরা হারিয়েছেন। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বজোড়া প্রচারের ঢেউ যে সত্যকে চেপে রেখেছিল, পূর্ব-ইউরোপের জনগণ এখন তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। রোমানিয়ার রাষ্ট্রপতি নিকোলাই চেসেস্কুকে দানব বানিয়ে বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যম অবিরাম প্রচার করে যায়। কিন্তু যে কথাটা তারা সযত্নে গোপন করে, তা হল চেসেস্কুর নেতৃত্বেই রোমানিয়ার জনগণ অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করেও বিদেশি ঋণ পুরোপুরি শোধ করেছিল।

সেই রোমানিয়াতেই বর্তমান প্রতিবিপ্লবী পুঁজিবাদী সরকার একটি কমিশন নিয়োগ করে তাকে দায়িত্ব দিয়েছিল পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কমিউনিস্ট শাসকরা কী কী অপরাধ করেছে, তা সমীক্ষা করে জানানোর। এই সমীক্ষাতেই ধরা পড়েছে যে, পূর্বতন কমিউনিস্ট শাসকদের অপরাধী বলা দূরে থাক, মতদানকারী জনগণের ৪৯ শতাংশ স্পষ্টতই বলেছে তারা সমাজতন্ত্রের আমলে ভালো ছিল। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, চেসেস্কু খারাপ নেতা ছিলেন এ কথা বলেছেন মাত্র ১৫ শতাংশ মানুষ।

সমাজতন্ত্রের আমলে কী কী অত্যাচার হয়েছিল, কোথায় কোথায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছিল, অনুবীক্ষণ লাগিয়ে তা খুঁজে বার করার জন্য রোমানিয়ার বর্তমান পুঁজিবাদী সরকার রাজকোষের টাকা খরচ করে যে ইন্সটিটিউট তৈরি করেছে তার নাম আই আই সি এম ই আর। এদের কাজ হল সমাজতান্ত্রিক আমলে গুরুতর অপরাধে নির্বাসিত রোমানিয়ানদের স্মৃতিচারণা থেকে ও অন্যান্য সূত্র থেকে সমাজতান্ত্রিক আমলের অপরাধ খুঁজে বের করা এবং তা জানিয়ে জনগণকে কমিউনিজমের কলঙ্ক সম্পর্কে 'শিক্ষিত করা'। সেটা করতে গিয়ে যে তথ্য তারা পেয়েছে কোনও বাজারি সংবাদপত্রই তা ছাপেনি। অথচ এরাই সমাজতান্ত্রিক রোমানিয়ার জনগণের ওপর অত্যাচার ও সমাজতান্ত্রিক নেতাদের ভোগবিলাসের রং-চড়ানো গল্পকাহিনীতে পাতা ভরিয়েছে। এ বছর আগস্ট-

তিনের পাতায় দেখুন

আজমের দরগা বোমা বিস্ফোরণে অভিযুক্ত আর এস এস

২০০৭ সালের ১২ অক্টোবর আজমের দরগায় বোমা বিস্ফোরণ সংক্রান্ত মামলায় গত ২৩ অক্টোবর রাজস্থান পুলিশের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড (এ টি এস) চার্জশিট দিয়েছে। ঐ ঘটনায় মূল অভিযুক্ত পাঁচ জন ছাড়াও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আর এস এস) এগজিকিউটিভ কাউন্সিল সদস্য ইন্দ্রেশ কুমারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে স্বাভাবিকভাবেই আর এস এস নেতৃত্ব চটেছেন। যেটা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি, সেই রাস্তায় হেঁটে আর এস এস এখন রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ ধরনাও করছে এই অভিযোগের প্রতিবাদে। আর এস এসের প্রাক্তন প্রধান এতটাই ক্ষিপ্ত হয়েছেন যে কথায় শালীনতা হারিয়ে বসছেন। আজমের কাণ্ডে ইতিপূর্বে যে পাঁচ জনের বিরুদ্ধে রাজস্থান পুলিশ অভিযোগ এনেছে যাদের মধ্যে তিনজন জেলবন্দী

সাতের পাতায় দেখুন

হাজার হাজার বিড়ি শ্রমিকের রাজভবন অভিযান

১০ নভেম্বর রাজভবন অভিযান উপলক্ষে এসপ্ল্যানেডে বিড়ি শ্রমিকদের সমাবেশ। (সংবাদ ঃ দুয়ের পাতায়)

উত্তরপ্রদেশে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

এ আই ইউ টি ইউ সি-র উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ২ ও ৩ অক্টোবর লক্ষ্ণৌ শহরে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের রাজ্যস্তরীয় এক রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবির পরিচালনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি এবং এস ইউ সি আই (সি)-র পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। রাজ্যের উদ্বেগজনক পরিস্থিতির অজুহাতে এবং ১৪৪ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন শেষ মুহূর্তে সভার অনুমতি দিতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও বিভিন্ন জেলা ও শিল্প ক্ষেত্র থেকে দুই শতাধিক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এই শিবিরে সামিল হন। ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রতিরক্ষা, পরিবহন, রাজ্য সরকারী কর্মচারী, ব্যাঙ্ক, রেল কর্মচারী সহ পিতল মজদুর, হকার, সরকারি প্রকল্পে কর্মরত অঙ্গনওয়ারি এবং আশা কর্মীরা এই শিক্ষা শিবিরে যোগ দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড রাজবলী। শিক্ষা শিবিরের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিজয় পাল সিং। শিক্ষা শিবিরের পরিচালক কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী সমাজের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন কেন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্মীদের ঠিকমত জানা, বোঝা ও উপলব্ধি করা দরকার — এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে বর্তমানে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে শ্রমজীবী জনগণের মূল সমস্যা এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও তিনি বক্তব্য রাখেন। দু'দিনের এই শিক্ষা শিবিরে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা স্বরচিত কবিতা ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সভার সমাপ্তি পর্বে এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় কমিটির অধিবেশনে গৃহীত আন্দোলনের কর্মসূচি সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অচিন্ত্য সিনহা।

অজানা জ্বর প্রতিরোধ ও চিকিৎসার দাবি জানাল জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি

সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাগদা, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, বসিরহাট ১ ও ২ নং ব্লক সহ হাবড়া, অশোকনগর প্রভৃতি এলাকায় জ্বর মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সরকার বলছে, অজানা জ্বর। কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সের পরিভাষায় অজানা জ্বর বলে কিছু হতে পারে না। সরকার রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিরোধ বা চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা না করে অজানা জ্বরের গল্প তৈরি করছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই জ্বরে ভুগছেন। মারাও গেছেন কয়েকজন। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য দপ্তর যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় সেই দাবিতে উত্তর ২৪ পরগণা জেলা হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি ও বসিরহাট আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে ২৫ অক্টোবর জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে এবং ২৭ অক্টোবর বসিরহাট মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন শিখা বিশ্বাস এবং দীপান্বিতা দাস ও ডাঃ মানব ভট্টাচার্য।

এ ছাড়া বাগদা ব্লকের সিন্দ্রানী অঞ্চলের কুস্তিহাটা গ্রামে ৩০ অক্টোবর মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ডাঃ প্রতীক দত্তের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের একটি মেডিকেল টিম ২৭৫ জন জ্বরের রোগীর চিকিৎসা এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করেন। ১৫ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে আইসিএমআর-এ পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের বীরভূম জেলা সম্মেলন

৩১ অক্টোবর এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের বীরভূম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রামপুরহাট শরবিন্দু মজুমদার হাইস্কুলে। জেলার ৮টি ব্লক থেকে দুই শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন কমরেড নজরুল সেখ। বিভিন্ন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সম্পাদক কমরেড রফিকুল হাসান। প্রধান বক্তা ছিলেন বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি কমরেড আব্দুস সঈদ। কমরেড রফিকুল হাসানকে সভাপতি, কমরেড মহঃ কুদ্দুস আলি ও কমরেড ব্রজমোহন দাসকে সহসভাপতি এবং কমরেড আয়েসা খাতুনকে সম্পাদিকা ও কমরেড নজরুল সেখকে সহসম্পাদক করে ৩৩ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

হাজার হাজার বিড়ি শ্রমিকের রাজভবন অভিযান

১০ নভেম্বর বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার নেতৃত্বে ১৫ দফা দাবিতে বিড়ি শ্রমিকদের রাজভবন অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের প্রায় সব জেলা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন যে হাজার হাজার বিড়ি শ্রমিক, তার শতকরা ৭০ ভাগই মহিলা। রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে এক সুসজ্জিত মিছিল করে তাঁরা রানি রাসমণি রোডে এক বিশাল সমাবেশে সামিল হন।

পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের সুপারিশের ভিত্তিতে রাজ্যে সমস্ত বিড়ি শ্রমিকদের একই হারে হাজার প্রতি ন্যূনতম ১৫০ টাকা মজুরি, ডিএ এবং তা যাতে শ্রমিকরা পান তার দায়িত্ব রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রহণ, ঠিকাদারি বা এজেন্ট প্রথা বাতিল, শ্রমিকদের পরিচয়পত্র ও লগবুক, নারীপুরুষ শ্রমিকের সম কাজে সম মজুরি, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশন, ন্যূনতম ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস, বিড়ি শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল এবং মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট স্থাপন, সমস্ত কল্যাণ প্রকল্পের অনুদান বৃদ্ধি ও সময়মতো প্রদান করা প্রভৃতি দাবি সংবলিত স্মারকলিপি রাজ্যপালের অনুপস্থিতিতে তাঁর সচিবের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী জানিয়েছেন, দাবিপত্র নিয়ে তিনি প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসবেন ১৯ নভেম্বর। বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিনহা। বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আব্দুস সঈদ। রাজ্যপাল ও শ্রমমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত স্মারকলিপি পাঠ করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন মধুসূদন বেরা, আনিসুল আম্বিয়া, চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রবীর দে, নৃপেন কার্যি, রঙ্গলাল কুমার প্রমুখ।

প্রবীণ পার্টি সদস্যের জীবনাবসান

প্রবীণ পার্টি সদস্য কমরেড দুলাল ভট্টাচার্য গত ৮ নভেম্বর নদীয়া জেলার মাটিয়ারিতে নিজ বাসভবনে ৮০ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা প্রয়াত পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জীর সান্নিধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে চল্লিশের দশকের শেষ পর্বে কমরেড ভট্টাচার্য এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সংগে যুক্ত হন। ১৯৪৯ সালে কর্ডনিং ও লেভি আদায়ের নামে কংগ্রেস সরকার ও তার পুলিশ-প্রশাসনের ভয়াবহ আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য গঠিত সাংস্কৃতিক কর্মীগোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন প্রয়াত কমরেড দুলাল ভট্টাচার্য। এই গোষ্ঠী এলাকায় এলাকায় পথসভা, নাটক ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জনমত গড়ে তুলত।

১৯৬৭ সাল থেকে তিনি নদীয়ার মাটিয়ারিতে যাতায়াত শুরু করেন। এই সময় এখানকার পিতল-কাঁসা শিল্পে কমরত শ্রমিক কর্মচারীদের সংগে তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে এবং তিনি শ্রমিকদের একজন কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন। শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৭৬ সালে জন্ম নেয় 'মাটিয়ারি মেটাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন'। এই ইউনিয়নের নেতৃত্বে আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের সময়সীমার দাবি কর্তৃপক্ষ মেনে নিতে বাধ্য হয়। এ ছাড়াও ন্যায্য মজুরি, বোনাস প্রভৃতি দাবিও আদায় হয়। ওই মাটিয়ারিতে যুবকদের ব্যাপক অংশ মাদকাসক্ত ছিল। বিপ্লবী সংস্কৃতির পরশ দিয়ে কমরেড ভট্টাচার্য তাদের একটা বড় অংশকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনেন। এইভাবে তিনি এলাকার মানুষের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন এবং ওই এলাকায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সংগঠন গড়ে তোলেন। চরিত্রের মাধুর্যের জন্য তিনি অন্য দলের নেতা-কর্মীদের থেকেও শ্রদ্ধা আদায় করে নেন।

গত ১০ বছর যাবৎ তিনি কঠিন ব্রঙ্কাইটিস রোগে ভুগছিলেন। যখন তিনি একবারে শয্যাশায়ী, তখনও তিনি তাঁর দায়িত্ব সাধ্যমতো পালনের চেষ্টা করে গেছেন। তাঁকে দেখতে আসা শ্রমিক ও কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গেও তিনি শ্রমিক আন্দোলন ও কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন বলিষ্ঠ কর্মীকে হারাল। *২০ নভেম্বর মাটিয়ারিতে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।*

কমরেড দুলাল ভট্টাচার্য লাল সেলাম

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার অন্তর্গত খাকুড়দহ অঞ্চলের এস ইউ সি আই (সি) দলের বিশিষ্ট কর্মী কমরেড সিদ্ধেশ্বর দাস ১৯ অক্টোবর বারুইপুর যাওয়ার পথে কীর্তনখোলার নিকট অটো দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়ে বারুইপুর হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। ৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পাঁচু নস্করের মাধ্যমে তিনি এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। নিজেকে একজন যোগ্য কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তিনি সর্বদা সংগ্রামে লিপ্ত থাকতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও জনগণের কাছের মানুষ। সাধারণ মানুষের বিপদে-আপদে সবসময় তাঁদের পাশে থাকতেন। দলের সংগঠনে ও বিভিন্ন আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন। প্রথম পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে খাকুড়দহ ২নং লোকাল কমিটির সম্পাদক হিসাবে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৭/৮ বছর প্রবল আর্থিক সংকটের কারণে তিনি স্থানীয় ইট ভাটায় কাজ করতেন। কিন্তু পার্টির কর্মসূচিতে নিয়মিত অংশ নিতেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ায় দলের অসংখ্য দরদী ও কর্মী শান্তিপুর গ্রামে উপস্থিত হয়ে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। ২৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কমরেড সিদ্ধেশ্বর দাসের স্মরণসভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পাঁচু নস্কর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড অনিল নস্কর।

কমরেড সিদ্ধেশ্বর দাস লাল সেলাম

প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই(কমিউনিস্ট) দলের কলকাতা জেলার কর্মী, শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সন্তোষ রাহা দীর্ঘ অসুস্থতার পর ২৫ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

১৯৮৩ সালে তিনি কমরেড দীপু গুপ্তের মাধ্যমে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনীয়ার্স জাহাজ কারখানায় তিনি কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই ইউনিয়নের আপসপন্থায় এবং আন্দোলনহীনতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে সংগ্রামী সংগঠন এআইইউটিইউসি-র সঙ্গে বেশ কয়েকজন শ্রমিক সহ যুক্ত হন। তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলনে দুই শতাধিক অস্থায়ী কর্মীর স্থায়ীকরণ হয়। এছাড়া রাজ্য স্তরের ও সর্বভারতীয় শ্রমিক আন্দোলন, ধর্মঘট প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। কমরেড সন্তোষ রাহার মৃত্যুতে সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন হারাল বলিষ্ঠ এক সংগঠককে।

কমরেড সন্তোষ রাহা লাল সেলাম।

আবাসন কেলেঙ্কারিতে নিমজ্জিত কংগ্রেস এই দুর্নীতির উৎস কোথায়

মহারাষ্ট্রে আবাসন কেলেঙ্কারিতে কংগ্রেসের প্রায় ডজন খানেক মন্ত্রীর জড়িয়ে পড়ার ঘটনা সারা দেশে একটি আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। কার্গিল যুদ্ধে নিহত সেনাদের বিধবাদের জন্য মুম্বইয়ের কোলাবা অঞ্চলে যে আবাসন নির্মিত হয়েছিল, তার মধ্যে ৪০ শতাংশ ফ্ল্যাট সেনা-বিধবাদের না দিয়ে কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রী, আমলা ও সেনাপ্রধানরা হয় নিজেরা নিয়েছেন অথবা অবৈধভাবে নিকট আত্মীয়দের পাইয়ে দিয়েছেন। অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক চ্যবন, প্রাক্তন দুই মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধে ও বিলাস রাও দেশমুখ, প্রাক্তন শিবসেনা মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমানে মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস রাজস্ব মন্ত্রী নারায়ণ রানে, শক্তি ও সেচমন্ত্রী অজিত পাওয়ার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর আর পাটিল, গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়ন্ত পাটিল, প্রাক্তন মন্ত্রী পতঙ্গরাম কদম সহ তাবড় তাবড় কংগ্রেসের নেতারা। এই কেলেঙ্কারিতে সেনাবাহিনীর ৪০ জন পদস্থ অফিসার যুক্ত। অভিযোগ, এঁরা বিধবাদের জন্য বরাদ্দ আবাসনগুলি সম্পূর্ণ অবৈধভাবে হাতিয়ে নিয়েছেন। এঁদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ হল, এঁরা আবাসন সোসাইটিকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে নানা সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন। ঐ এলাকায় যে ফ্ল্যাটের দাম সাড়ে আট কোটি টাকার মতো, প্রভাব খাটিয়ে সেটি তাঁরা মাত্র ৬০-৮০ লাখ টাকায় নিয়েছেন। এই অভিযোগ যে সত্য, তা ইতিমধ্যেই সেনা ও নৌবাহিনীর নিজস্ব তদন্তেই প্রমাণিত।

এই দুর্নীতিকে ব্যবহার করে ভোটের বাক্সে বাজিমাত করা বিজেপি মাঠে নেমেছে এবং মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস সরকারকে বরখাস্তের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু ঘটনা হল, মহারাষ্ট্রের পূর্বতন বিজেপি-শিবসেনা জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ রানে ঐ জমি আদর্শ হাউজিং সোসাইটিকে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়েছিলেন এবং নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় কংগ্রেসের নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিলাসরাও দেশমুখকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন; দেশমুখ তা দিয়েওছিলেন। কালেক্টরের রিপোর্ট অনুযায়ী, ঐ জমির মালিকানা সরকারের, কিন্তু তার একটা অংশ সেনাবাহিনী বেআইনিভাবে দখল করেছিল। এই সেনাবাহিনী ২০০০ সালে আদর্শ সোসাইটিকে আবাসন করার জন্য 'নো অবজেকশন সার্টিফিকেট' দিয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ঐ জমি সেনাবাহিনীর হাতে যাওয়া, সেনাবাহিনী থেকে 'নো অবজেকশন' সার্টিফিকেট দেওয়া, পরিবেশ দপ্তর, কোস্টাল রেগুলেশন জোন সহ বিভিন্ন দপ্তর থেকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট পাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বহুমুখী দুর্নীতি ঘটেছে। নানা পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে দুর্নীতির পরিমাণগত পার্থক্য যদি কিছু থাকেও, এটা আজ স্পষ্ট যে, আদর্শ হাউজিং কেলেঙ্কারি কংগ্রেস-বিজেপি-শিবসেনা-এন সি পি প্রভৃতি রাজনৈতিক দল, এক ঝাঁক সেনা অফিসার ও আমলাদের মিলিত চক্রের একটি মেগা কেলেঙ্কারি, যার সামান্যই দিবালোকে এসেছে। যথাযথ এবং অপক্ষপাতমূলক অনুসন্ধান হলে সুউচ্চ ঐ আবাসনের তলা থেকে দুর্নীতির বহু কঙ্কাল বেরিয়ে আসতে পারে।

শুধু হাউজিং কেলেঙ্কারিই নয়, গত অক্টোবরে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে যে ৭৭ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে সংবাদে প্রকাশ, সেখানেও দুর্নীতির মোচ্ছব চলেছে। খেলার জন্য নিম্ন মানের জিনিস ব্যবহার করে উচ্চ মানের দাম নেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসের সাংসদ এবং এ আই সি সি সদস্য সুরেশ কালমাদি এতে অভিযুক্ত। তারও কয়েক মাস আগে ক্রিকেট দুর্নীতিতে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এনসিপি নেতা শারদ পাওয়ারের যুক্ত হওয়ার ঘটনা মানুষ লক্ষ করেছেন।

দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি, টাকা তছরুপের একের পর এক ঘটনায় জর্জরিত কংগ্রেস প্রথম দিকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, 'কোনও খেলাই দুর্নীতিমুক্ত নয়', 'কোথায় দুর্নীতি নেই', ' দুর্নীতি সর্বত্রগামী'— এইসব কথা বলে দুর্নীতিকে সহনশীল করে তোলার চেষ্টা করেছে, যা নৈতিকতা ও মূল্যবোধের বিচারে ঘৃণ্য অপরাধ। আরও গুরুতর অপরাধ হল, ১ নভেম্বর দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধীর বাসভবনে দুই প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং এ কে অ্যান্টনি এই দুর্নীতিবাজদের আড়াল করার জন্য তৎপর হন এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে লক্ষ করা গেল, ২ নভেম্বর নয়া দিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়ামে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে হাসি মুখে আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন আবাসন কেলেঙ্কারির প্রধান হোতা মুখ্যমন্ত্রী অশোক চ্যবন এবং কমনওয়েলথ গেমসের কোটি কোটি টাকা তছরুপে অভিযুক্ত সাংসদ সুরেশ কালমাদি। কংগ্রেসের এই ভূমিকায় সমালোচনার ঝড় ওঠে। অবশেষে চাপের মুখে কংগ্রেস অশোক চ্যবন ও সুরেশ কালমাদিকে সাসপেন্ড করলেও বাকি অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

দুর্নীতিতে নিমজ্জিত বিজেপি

দুর্নীতি শুধু কংগ্রেস দলকেই গ্রাস করেছে তা নয়, 'মূল্যবোধভিত্তিক পার্টি'র দাবিদার, 'পার্টি উইথ এ ডিফারেন্স'-এর দাবিদার বিজেপিও দুর্নীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এই দুর্নীতির সঙ্গে বিজেপির যে কী গভীর গাঁটছড়া, এ বছরের মাঝামাঝি নাগাদ কর্নাটকে তা নগ্নভাবে দেখা গেল। এ রাজ্যের কুখ্যাত খনি মাফিয়া রেড্ডি ব্রাদার্স লৌহ আকরিক পাচার করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের প্রশ্রয়ে। এই দুর্নীতির টাকা বিজেপির তহবিলেও যাচ্ছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির যে ১১৭ জন বিধায়ক জয়ী হয়েছেন, তার মধ্যে ৬০ জনেরও বেশি জিতেছেন রেড্ডি ভাইদের টাকায়। মাসখানেক আগে বিজেপির কিছু সাংসদ সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করলে মুখ্যমন্ত্রী তাদের নানা সুযোগসুবিধা দিয়ে, মন্ত্রী বানিয়ে সরকার টিকিয়ে রাখার পথ নেন। এ ছাড়া ১৯৯৯-২০০৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপির পাঁচ বছরের শাসনকালে পেট্রোল পাম্প কেলেঙ্কারি, কফিন কেলেঙ্কারি, ৫০ হাজার কোটি টাকার টেলিকম কেলেঙ্কারি, ২৩ হাজার কোটি টাকার স্ট্যাম্প পেপার কেলেঙ্কারি, ১৫ হাজার কোটি টাকার ওমান সার প্রকল্প কেলেঙ্কারি তাদের মূল্যবোধভিত্তিক রাজনীতির মিথ্যা ফানুস ফাটিয়ে দিয়েছে।

সিপিএম সহ আঞ্চলিক দলগুলি দুর্নীতির বাইরে নয়

আঞ্চলিক দলগুলিও দুর্নীতি থেকে মুক্ত নয়। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদের নাম জড়িত। তাজ হোটেল কেলেঙ্কারিতে বিএসপি নেত্রী মায়াবতীর নাম জড়িত। তামিলনাড়ুর এআইএডিএমকে নেত্রী জয়ললিতা দুর্নীতির রানি হিসাবে পরিচিত। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, কেরালায় সরকারে আসীন সিপিএমের দুর্নীতির খবর লালুপ্রসাদ বা জয়ললিতার মতো ততটা প্রকাশ্যে আসে না। কিন্তু জনগণ বিলক্ষণ জানে, ওপর থেকে তলা পর্যন্ত এই দলটির সর্বাঙ্গে দুর্নীতির দগদগে ঘা। ট্রেজারি কেলেঙ্কারি, বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারি সহ তোলাবাজি-ঘুষ-স্বজনপোষণ-চাকরি নিয়ে দুর্নীতি, আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পদ ইত্যাদিতে সিপিএমের নেতারা যে কী ভয়ানকভাবে জড়িত তা বোঝা যায় শুদ্ধকরণের বাৎসরিক লোকদেখানো অভিযানের সময়। শুদ্ধকরণের কথা মুখে বললেও নেতারা শুদ্ধকরণে হাত দিতে সাহস পান না। কারণ, তাতে কম্বলে কোনও লোম থাকবে না।

শুধু রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, প্রশাসনেরও রন্ধ্রে-রন্ধ্রে দুর্নীতি। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে সরকারি দপ্তরে সাধারণত ঘুষ না দিলে কোনও কাজই হয় না। স্তরে স্তরে দুর্নীতির পথে সরকারি প্রকল্পের টাকার একটা বিরাট অংশ লোপাট হয়ে যায়। বিচারব্যবস্থাও দুর্নীতি থেকে মুক্ত নয়। টাকা দিয়ে রায় পাল্টে দেওয়ার খবর সংবাদপত্রে দেখা যায়। সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি এমন রূপ নিয়েছে যে, মনে হবে, বাস্তবে দুর্নীতিই দেশ শাসন করছে। কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম থেকে শুরু করে সমস্ত সংসদীয় বুর্জোয়া দলই আজ কেন এভাবে দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত?

আজ যে কংগ্রেস দুর্নীতিতে নিমজ্জিত, ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনে কংগ্রেসের এই অবস্থা ছিল না, সেদিন কংগ্রেসের নেতাদের একটা চারিত্রিক মান ছিল। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আপসমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে যতদিন কংগ্রেস ছিল, দেশের স্বাধীনতার জন্য যতদিন তারা লড়েছিল, ততদিন তাদের মধ্যে এত দুর্নীতির বিষ ঢুকতে পারেনি। স্বাধীনতার পর শাসন ক্ষমতায় বসার পরেই কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতি ঢোকার প্রাবল্য বেড়ে যায়। তার কারণ, স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বে কংগ্রেসের মধ্যে দেশের জনগণের প্রতি, সমাজের প্রতি যে দায়বদ্ধতা ছিল, স্বাধীনতার জন্য জনগণকে নেতৃত্ব দিয়ে লড়াইয়ের যে মন ছিল, স্বাধীনতার পর তার স্থানে আসে জাতীয় পুঁজিপতি, পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতি দায়বদ্ধতা, পুঁজিবাদের সেবা করার বাধ্যতা, যা জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যাবেই। আজকের পুঁজিবাদের মধ্যেও আর কোনও প্রগতিশীলতা ও জনকল্যাণের উপাদান নেই। আজকের পুঁজিবাদ ক্ষয়িষ্ণু, যেকোনও উপায়ে সর্বোচ্চ মুনাফা লোটাই পুঁজিপতিশ্রেণীর লক্ষ্য। পুঁজিপতিশ্রেণীর দল হিসাবে তাই কংগ্রেস বা বিজেপির মতো দলগুলিরও দায়বদ্ধতা ঐ পুঁজির মুনাফার প্রতি। এজন্যই কংগ্রেস-বিজেপির মতো চিহ্নিত বুর্জোয়া দলই কেবল নয়, নাম ও পতাকার রঙ যাই হোক, যে দলই সরকারে থাকার বা সরকারে যাওয়ার জন্য পুঁজিবাদের সেবা করার পথ নেবে তারাই দুর্নীতিগ্রস্ত হবে। এই ধরনের সমস্ত দলগুলির রাজনীতির মানে দাঁড় করিয়েছে শুধু পাওয়া। স্বার্থের লোভ দেখিয়েই তারা দলে লোক টানে। ফলে, স্বার্থ না থাকলে তারা এক পা-ও নড়ে না। স্বেচ্ছাসেবকের কাজও টাকা ছাড়া করে না। ইলেকশনের কাজ করব — টাকা দাও। দলের হয়ে মারপিট করব — টাকা দাও। কংগ্রেস দিচ্ছে। সিপিএমও দিচ্ছে। লালগড়ের আন্দোলন ধ্বংস করতে সিপিএম মাসে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ভাড়াটে গুণ্ডা নিয়োগ করেছে। অনৈতিক উপায়ে জীবিকার্জনকে এইসব সংসদীয় দলগুলি প্রশ্রয় দিচ্ছে। এর দ্বারা কি চরিত্র তৈরি হবে, না চরিত্র মরবে? বাস্তবে কোনও চরিত্রই গড়ে ওঠে না অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সংগ্রাম ছাড়া। অন্যায়ের সঙ্গে যে যেমন আপস করবে, চারিত্রিক মানের অবনমন তার তেমনই হবে। ফলে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বা অন্য দলের নেতাদের মধ্যে এই যে দুর্নীতি তা কোনও আকস্মিক বিষয় নয়, তা পুঁজিবাদী রাজনীতিরই ক্লেদাক্ত পরিণাম।

অতএব, বলাই বাহুল্য যে, আমাদের দেশে তো বটেই, সকল দেশেই সেই রাজনৈতিক দলই একমাত্র দুর্নীতিমুক্ত থাকতে পারে, যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যথার্থ লড়াই করে এবং যাদের এই লড়াইয়ের পিছনে আদর্শবাদের মূল কথা হল, সাধারণ মানুষ তথা শোষিত জনগণের প্রতি প্রকৃত দায়বদ্ধতা।

পূর্ব ইউরোপের মানুষ আবার সমাজতন্ত্র চাইছেন

একের পাতার পর

সেপ্টেম্বর মাসে করা সমীক্ষার তথ্য বলছে, রোমানিয়ার ৪৯ শতাংশ মানুষ বলছেন, চাকরি পাওয়ার সুযোগ, জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আমলে তাঁরা ভালো ছিলেন। কেবলমাত্র ২৩ শতাংশ মানুষ বলেছেন, তাঁরা বর্তমান শাসকদের আমলে ভালো আছেন। বাকিরা স্পষ্ট মতামত দেননি, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের বিরোধিতাও করেননি।

'গবেষণার প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহের জন্য' সংস্থাটি একটি প্রশ্নপত্র তৈরি করে মানুষকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তাঁদের বা তাঁদের কোনও আত্মীয় পরিজন কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় দুর্ভোগের শিকার হয়েছিলেন কি না। মাত্র ৭ শতাংশ মানুষ বলেছেন, তাঁদের দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল। আরও ৬ শতাংশ বলেছেন, তাঁদের না হলেও পরিবারের অন্য সদস্যদের দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। কারণ হিসাবে তাঁরা যা বলেছেন, তা প্রধানত অর্থনৈতিক। বাস্তবে ১৯৮০-র দশকে, যখন বিদেশি ঋণ শোধ করার জন্য রোমানিয়ার সরকার কঠোর ব্যয় সঙ্কোচের নীতি নিয়েছিল, তখন বহু খরচের ক্ষেত্রে কাটছাঁট করতে হয়েছিল। কিছু মানুষ বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক সরকার তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি জাতীয়করণ করে নেওয়ায় তাঁদের দুর্ভোগ হয়েছে। ৬০ শতাংশের বেশি মানুষ বলেছেন, আদর্শ হিসাবে কমিউনিজম ভাল। অধিকাংশ মানুষই বলেছেন, রোমানিয়াতে কমিউনিজমের নীতিগুলি ঠিকমতো কার্যকর করা হয়নি।

১৯৪৫ সালে নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের ঐতিহাসিক বিজয়ের পর গড়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক রোমানিয়া। তার আগে সে দেশের মাত্র কয়েক হাজার কমিউনিস্ট তৎকালীন নাৎসিপন্থী রোমানিয়া সরকারের বিরুদ্ধে আত্মগোপন করে লড়াই করছিল। তারপর অনুকূল পরিবেশে সরকারি ক্ষমতায় বসে তাঁরা দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ নির্মূল করেছিলেন। সকলের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করেছিলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি, বাসস্থান, উন্নত মানের জীবন সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

১৯৭০-এর দশকে দেশে শিল্পায়ন করতে গিয়ে রোমানিয়ার শাসকদের বিপুল বিদেশি ঋণ নিতে হয়। সমাজতান্ত্রিক শাসকেরা ভেবেছিলেন, রপ্তানি বাড়িয়ে ঋণ শোধ করবেন, কিন্তু তাতে তাঁরা ব্যর্থ হন। ঋণ শোধ করার জন্য যে ব্যয়সংকোচের নীতি তাঁরা নেন, তাতে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়।

পরবর্তীকালে ১৯৮৯ সালে গরবাচেভ নেতৃত্বাধীন সংশোধনবাদী সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির অঙ্গুলি হেলনে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তথাকথিত সংস্কারপন্থী 'গণতন্ত্রের আন্দোলন' শুরু হয় এবং তার আড়ালে প্রতিবিপ্লবীরা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ক্ষমতা দখল করতে শুরু করে। সেই সময়ে রোমানিয়াতেও প্রতিবিপ্লব ঘটে। সমাজতন্ত্রবিরোধী তথাকথিত সংস্কারপন্থী নেতারা ১৯৮৯ সালে বিচারের প্রহসন ঘটিয়ে চেসেস্কু ও তাঁর পত্নী এলেনা চেসেস্কুকে ক্রিসমাসের দিন গুলি করে মারে। দুনিয়ার পুঁজিবাদী প্রচার মাধ্যম রেডিও, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, চেসেস্কুর হত্যাকাণ্ডকে, 'স্বৈরাচারের অবসান' ও 'সত্যের জয়' বলে উল্লাসের রোল তোলে।

কেবল রোমানিয়াতেই নয়, রাশিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি সহ পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, সেখানে ক্রমবর্ধমান হারে মানুষ সমাজতন্ত্রের পক্ষে বলছেন। পূর্বে উল্লেখিত রোমানিয়া সরকারের সমীক্ষায় শুধু নয়, ২০০৯ সালে মার্কিন সমীক্ষক সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক সমীক্ষাতেও দেখা যায়, পোল্যান্ডে ৩৫ শতাংশ, চেক রিপাবলিকে ৩৯, স্লোভাকিয়ায় ৪২, লিথুয়ানিয়ায় ৪২, রাশিয়ায় ৪৫, বুলগেরিয়ায় ৬২, ইউক্রেনে ৬২ ও হাঙ্গেরিতে ৭২ শতাংশ মানুষ বলছেন, তাঁরা সমাজতন্ত্রে ভালো ছিলেন।

এইভাবেই ইতিহাসের অমোঘ শক্তি সমাজতন্ত্রবিরোধী কুৎসার কালিমা মুছে দিয়ে প্রকাশ করছে সত্যের আলো। *(সূত্র ঃ ফ্রান্সের 'ডিমোক্রিট' পত্রিকা)*

জেলায় জেলায় শিক্ষা কনভেনশন

গোসাবা ঃ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতির প্রতিবাদে ২ অক্টোবর গোসাবা পাওয়ার হাউস কমিউনিটি হলে শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় তিনশো মানুষ অংশগ্রহণ করেন। গোসাবায় শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধানের বিষয় নিয়ে এ ধরনের কনভেনশন ইতিপূর্বে হয়নি বলে উপস্থিত শিক্ষক ও অভিভাবকরা জানিয়েছেন। এই কনভেনশনের পূর্বে গোসাবার সাতজেলিয়া ও ছোট মোল্লাখালিতে ২টি আঞ্চলিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশিষ্ট শিক্ষক উত্তম সাহা, শ্রীধর মণ্ডল, সুকুমার হাউলি, অধ্যাপক তাপস মণ্ডল, সুভাষ ঘোষ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সুকুমার মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক ধীরেন সরকার। উক্ত সাহাকেসভাপতি ও পরেশ দেবনাথকে সম্পাদক করে ২৭ জনের একটি ব্লক সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

ঘটিহারানিয়া ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর-২ ব্লকে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির ঘটিহারানিয়া শাখার উদ্যোগে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, ফি বৃদ্ধি, ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে যৌনশিক্ষা চালু সহ শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও ব্যবসায়ীকরণের বিরুদ্ধে ১০ অক্টোবর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক বাসুদেব পুরকাইতের সভাপতিত্বে এই সভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষক লক্ষ্মণচন্দ্র মণ্ডল, ব্রহ্মপদ মণ্ডল ও বিভাস নস্কর। প্রত্যেকেই শিক্ষার সামগ্রিক সর্বনাশের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা এবং প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ ১০ অক্টোবর, বারাসাত সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বনাশা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন অমল চক্রবর্তী। আলোচনায় অধ্যাপক, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্য থেকে জ্যোতিষ গোবিন্দ জানা, বেলা পাল, শুভঙ্কর তেওয়ারী, নন্দদুলাল বিশ্বাস, বিশ্বনাথ মণ্ডল, সনৎ চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ দেবনাথ প্রমুখ আলোচনা করেন। কনভেনশনে কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক দেবাশীষ আইচ এবং সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা বক্তব্য রাখেন। কনভেনশন থেকে প্রাক্তন শিক্ষক কার্তিক সরকারকে সভাপতি এবং অমল চক্রবর্তীকে সম্পাদক করে ২৮ জনের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটি গঠিত হয়। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়।

উত্তর দমদম-দুর্গানগর ঃ স্থানীয় মানুষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ৪ সেপ্টেম্বর দুর্গানগরে অনুষ্ঠিত হল সেভ এডুকেশন কমিটির আঞ্চলিক কনভেনশন। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ বিশ্বাস। প্রস্তাব পাঠ করেন শিক্ষক ধ্যানেশ মিশ্র। প্রধান বক্তা ছিলেন অল বেঙ্গল কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অঞ্জনাভ চক্রবর্তী। অভিভাবকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে সন্তোষ মোহান্ত ও শিক্ষক গৌরাঙ্গ মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান শেষে এলাকার বিশিষ্ট চিকিৎসক ও অধ্যাপকগণকে উপদেষ্টামণ্ডলীতে রেখে মোট ২৫ জনের একটি কার্যকরী আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয় এবং পরবর্তীকালে ২৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা দুটি পরিচালনা করেন স্থানীয় শিক্ষক ধ্যানেশ মিশ্র ও বিষ্ণুপদ বারিক।

আন্দুল-মৌড়ী ঃ শিক্ষাকে আজ যেভাবে নানা দিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছে, তার প্রতিবাদ জানাতেই বৃদ্ধ বয়সে তিনি আন্দোলনে সামিল হয়েছেন — বললেন, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুবীরকুমার ঘোষ। তাঁর সভাপতিত্বে হাওড়া জেলার আন্দুল মৌড়ীতে সেভ এডুকেশন কমিটি আয়োজিত ২৬ সেপ্টেম্বরের সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল 'বিদ্যাসাগরের জীবনসংগ্রাম এবং বর্তমান সময়ে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা'। মূল বক্তা অধ্যাপক মহম্মদ সাহানাওয়াজ বলেন, পার্থিব মানবতাবাদের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর বস্তুবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে ছাত্রদের সত্য নির্ধারণে সক্ষম এবং মানবিক মূল্যবোধের অধিকারী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

শিল্পায়নের জিগিরের তলায় ছোট ও মাঝারি শিল্পে ঘোর অন্ধকার

ছোট এবং মাঝারি শিল্পগুলি যখন বিভিন্ন কারণে একের পর এক মুখ থুবড়ে পড়ছে তখন কর্পোরেট কৃষ্টিতে মোড়া আধুনিক শিল্পদপ্তর নিয়ে মাতোয়ারা রাজ্য শিল্পদপ্তর। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর জীর্ণদীর্ণ শিল্পগুলির দৈন্যতার দিকে, বন্ধ হওয়ার কারণগুলি পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করার দিকে না তাকিয়ে নতুন নতুন 'গুচ্ছ' শিল্পাঞ্চল তৈরির রাজনৈতিক ফয়দামূলক হাতছানিতেই ব্যস্ত থাকছে।

আসানসোল, রানিগঞ্জ, জামুরিয়া, কুলটি, সালামপুর, দুর্গাপুরের কাঁকসা, অন্ডদপুর, বামুনাড়া, সাগরভাঙা প্রভৃতি এলাকার ৬০টিরও বেশি স্পঞ্জ আয়রন, রোলিংমিল, ফেরোঅ্যালয় কারখানা আজ শুধুমাত্র পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে। আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন নিগম তাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত পরিকাঠামো দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ঐসব শিল্পকারখানা এলাকার রাস্তাঘাট ভেঙে মারাত্মক বেহাল দশায় দাঁড়িয়েছে। রাস্তার জন্য যথেচ্ছ টোল আদায় করা হয় কিন্তু কোনওভাবেই রাস্তার সংস্কার করা হয় না। ঐ শিল্পাঞ্চলের কাছে দামোদর নদের দুর্গাপুর ব্যারেজ জলাধারে পলি সংস্কার দীর্ঘদিন না হওয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সংরক্ষিত নেই। তাছাড়া ভুগর্ভস্থ জলের স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে। অথচ জল হল শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যদিকে ডি পি এল-এর সাত নম্বর ইউনিট এবং আসানসোল দিশেরগড় পাওয়ার সাপ্লাই কয়লার অভাবে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় কারখানাগুলিতে বিদ্যুৎ সংকট দেখা দিয়েছে। কাঞ্চননগর, পানাগড়, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি পুঁজি, কাঁচামালের অভাব, বাজার এবং বড়পুঁজির গ্রাস, সমবায় এবং ব্যাঙ্ক থেকে কোনও সাহায্য না পাওয়া, স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে ঋণগ্রহণের ঝুঁকি নিতে বাধ্য হওয়া, জল ও বিদ্যুৎ সমস্যা ইত্যাদি নানা কারণে আজ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাজিনগর, জগদ্দল, পানপুর, কেউটিয়া প্রভৃতি স্থানের শিল্পসহ গৌরীপুর জুটমিল, জেনসন অ্যান্ড নিকলসন রঙ কারখানা, গৌরিপুর থার্মাল পাওয়ার, নদিয়া জুটমিল, আইপিপি, এআই চাঁপদানি ইন্ডাস্ট্রি, কাঁকিনাড়া পেপারমিল, বেঙ্গল এনামেল, টিটাগড় পেপারমিল, খড়দহের কসমো কোলাইট প্রাইভেট লিমিটেড, কুসুম ইন্ডাস্ট্রি সহ সমগ্র ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের ছোট বড় মিলিয়ে শতাধিক কারখানা আজও বন্ধ অবস্থাতেই রয়েছে। এই সব কারখানাগুলি বন্ধের কারণ নানা রকম — যেমন, উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব, সরকারি উদাসীনতা, অনুপযুক্ত রাস্তাঘাট, জল এবং বিদ্যুতের প্রয়োজনীয় জোগান না থাকা, সরকারি লাল ফিতের ফাঁস, সিপিএম নেতা-তোলাবাজ-প্রমোটার-মিলমালিকদের অবৈধ আঁতাত এবং নানাভাবে শ্রমিকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি। বীরভূম জেলার মহম্মদবাজার, পাঁচামি ইত্যাদি এলাকায় ১২টিরও বেশি স্টোন ক্রাশার শিল্পসহ পাথরের খাদান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ অবস্থায় আছে। অন্যদিকে অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় সরকারি আদেশের তোয়াক্কা না করে বসতির ১০০ মিটারের মধ্যেই অগুনতি ক্রাশার বেআইনিভাবে চলছে। বেআইনি ক্রাশার বন্ধের জন্য ৩০টি গ্রামের ২০ হাজার আদিবাসী মানুষ আন্দোলন চালাচ্ছেন। পাথর কাটা মানুষগুলোর না মিলছে বিপিএল কার্ড, না মিলছে বার্ধক্য ভাতা। ২ টাকা কেজি চালের গল্প তারা শুনেছে কিন্তু কোনওদিন পায়নি। পাথরের ধূলোয় যক্ষ্মা ও সিলিকোসিস নামের অসুখ এইসব মানুষদের গ্রাস করছে। পরিবেশ, কৃষি, জল, জঙ্গল সবই আজ বিপর্যস্ত। সরকার নির্বাক। মালিকপক্ষের স্বেচ্ছাচার এবং শোষণে, সরকারি উদাসীনতায় এইসব এলাকার মানুষ আজ মৃতপ্রায়। বাংলার বহু ঐতিহ্যশালী শিল্প আজ ধুঁকছে। বাংলার তাঁত শিল্পীর জীবন থেকে আনন্দ আজ বিদায় নিয়েছে। সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যোগ আজ অস্তমিত। ধনেখালি, মাসুদপুর, ফারাজপুর, বৃন্দাবনপুর, সোমসপুর প্রভৃতি বাংলার তাঁত শিল্পের এলাকাগুলি আজ রুগ্নপ্রায়। প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জামের দাম আজ আকাশছোঁয়া। দশ বছর আগে যা মজুরি ছিল, সেই একই মজুরিতে কাজ করতে হয় বলে নতুন প্রজন্ম আজ আর এগিয়ে আসছে না। কো-অপারেটিভগুলি ভগ্নপ্রায়। সেখান থেকে কোনও সাহায্যই আজ আর মেলে না। সরকার এবং ব্যাঙ্ক থেকেও কোনও সাহায্য মেলে না। মঞ্জুষা, তন্তুজ, তন্তুশ্রী প্রভৃতি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি নিখোঁজ। স্থানীয় মহাজনদের কাছে তাঁতীদের বাধ্য হয়ে হাত পাততে হয়, নয়তো বড়ো পুঁজির মালিকের টাকায় কাজ করে কম দামে সব মাল তাদের হাতেই তুলে দতে হয়। রাজ্যের হোসিয়ারি শিল্পও দেশের বাজারে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। কোনওভাবেই তারা সরকারি সাহায্য পায় না।

ছোট এবং মাঝারি শিল্পগুলি যখন আজ নানা কারণে ধুঁকছে, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের দিকে সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে নানাভাবে প্রলোভন দিয়ে চলেছে। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই সরকার শিল্প এবং শিল্পাঞ্চলের হাতছানি দিয়ে গাছে তুলে মই কেড়ে নেয়। তারপর আবার একই প্রক্রিয়ায় অন্যদিকে হাতছানি দেয়। বর্তমানে যেমন তারা হাওড়ার জগদ্বল্লভপুরে গুচ্ছ রোলিং মিল, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজে জরি শিল্পের বিশেষ শিল্পাঞ্চল, নদিয়ার রানাঘাটে সোনা ও রূপোর গুচ্ছ শিল্পাঞ্চল, বানতলা চর্মনগরী এলাকায় কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচের প্রলোভন দেখাচ্ছে। এছাড়া কোথাও হোসিয়ারি শিল্পাঞ্চল, কোথাও চাল কলের শিল্পাঞ্চল, কোথাও বা গারমেন্টস পার্কের উন্নয়নের গালভরা প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নদিয়ার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পোদ্যানে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের গুচ্ছ ইস্পাত কারখানা, বর্ধমানের পানাগড়ে গুচ্ছ শিল্পাঞ্চল ইত্যাদি প্রকল্পের প্রলোভনও রয়েছে। কিন্তু ফলতা, উলুবেড়িয়া, কল্যাণীতে সরকারি প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যাওয়া বহু কারখানা উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে আজও চালু হয়নি। হাওড়ায় ১,২৫০ একর, দুর্গাপুরে ১৭২ একর, খড়্গপুরে ৩০০ একর জমি আজও উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে শিল্পের মুখ দেখেনি। পশ্চিমবঙ্গের চারিদিকে জেলাভিত্তিক ১২টি 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার' গালভরা নাম নিয়ে থেকে গেছে। অথচ আজ পর্যন্ত তারা ছোট এবং মাঝারি শিল্পের জন্য কোনও উন্নয়নমূলক কাজই করেনি।

সারা রাজ্য জুড়ে ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলির অচলাবস্থার মূল কারণগুলির মধ্যে একটি হল বিদ্যুৎ। গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পগ্রাহকদের জন্য বিদ্যুতের দর নজিরবিহীনভাবে দেড় টাকা বেড়েছে। এক্ষেত্রে ইউনিট পিছু দাম এখন দাঁড়িয়েছে ৫ টাকা ৬৭ পয়সা। যা দেশের সর্বোচ্চ মাশুলগুলির অন্যতম। এই অবস্থায় ভর্তুকি চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছিল বিভিন্ন শিল্প সংস্থার ছ'টি সংগঠন — ফাউন্ডি অ্যাসোসিয়েশন, হোসিয়ারি অ্যাসোসিয়েশন, ক্রাফট পেপার অ্যাসোসিয়েশন, প্লাস্টিক অ্যাসোসিয়েশন, টেক্সটাইল অ্যাসোসিয়েশন এবং হুগলি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। শিল্পদপ্তর ঐ বিষয়ে নিমরাজি ভাব দেখায় এবং রাজ্য সরকারি অর্থদপ্তর কোষাগারের ঠনঠনানি শুনিয়ে ভর্তুকি দেওয়া সম্ভব নয় বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। চটকল, চা-বাগান শ্রমিকদের দুর্দশার মতো রাজ্যের প্রতিটি ছোট এবং মাঝারি শিল্পে ন্যূনতম মজুরি, পি এফ, গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত আইন ভেঙে মালিকপক্ষ বেশ খোশমেজাজেই থেকে যাচ্ছে। সমস্ত শিল্পাঞ্চলেই অনুপযুক্ত পরিকাঠামো, জল, পরিবেশ দূষণ, বাজার, সড়ক, টাকার জোগান, কাঁচামালের জোগান, ইত্যাদির অভাব, সরকারি অসহযোগিতা ও উদাসীনতা এবং বৃহৎ পুঁজির গ্রাস আজ ছোট ও মাঝারি শিল্পকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

শ্রীরামপুর হাসপাতালে ডেপুটেশন

শ্রীরামপুরের মহকুমা হাসপাতালের মধ্যে অবস্থিত পুলিশ মর্গটির শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রটি খারাপ হয়ে যাওয়ার ফলে মৃতদেহের তীব্র দুর্গন্ধে হাসপাতালের রোগী সহ এলাকার বাসিন্দাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছে। এর প্রতিকারের দাবিতে ১২ নভেম্বর, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল হাসপাতালের সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সীমা বর্ধন, চৈতালী সিংহ, তপন চৌধুরী, অধ্যাপক প্রদীপ কুমার দত্ত প্রমুখ। তাঁরা মর্গটিকে হাসপাতাল চত্বর থেকে সরানোরও দাবি জানান। অন্যান্য দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে হাসপাতালের আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার করা, আউটডোরের টিকিট কাউন্টারের সংখ্যা বাড়ানো, অস্থিবিভাগে আরও চিকিৎসক নিয়োগ করা, উপযুক্ত পরিমাণে এক্স-রে প্লেটের ব্যবস্থা করা। সুপার দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন।

বসিরহাটে মোটরভ্যান চালকদের প্রথম মহকুমা সম্মেলন

পুলিশি হয়রানি বন্ধ ও বৈধ লাইসেন্সের দাবিতে বসিরহাটের মোটরভ্যান শ্রমিকরা গত কয়েক বছর ধরে লাগাতার মিছিল, ধর্না, অবরোধ আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২৭ অক্টোবর রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয় মোটরভ্যান চালকদের প্রথম বসিরহাট মহকুমা সম্মেলন। এতে প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সারা বাংলা কৃষক খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস ও সারা বাংলা মোটরভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক কমরেড জয়ন্ত সাহা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। কমরেড অজয় বাইনকে সম্পাদক করে মোটরভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের বসিরহাট থানা কমিটি গঠিত হয়।

ছাঁটাই হচ্ছে শ্রমিকের অধিকার, শিক্ষায় বরাদ্দ

ব্রিটেন আজ অগ্নিগর্ভ

পুঁজিবাদী শাসনশোষণে ইউরোপ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। ফ্রান্সের প্রতিনিধিরা এক মাসে পাঁচটি ধর্মঘটের নজির সৃষ্টি করেছে। এবার প্রতিবেশী দেশ ব্রিটেনও আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকার চাকুরিরত মানুষের বেতন, ডিএ, চিকিৎসাভাতা সহ অনেকগুলি সুযোগসুবিধা কমিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। সরকারের যুক্তি হল, যাদের চাকরি নেই তারা তো সেই সুযোগগুলি পায় না। তাহলে সরকারি চাকুরিজীবীরা কেন পাবে! এই যুক্তি তুলে কর্মচারীদের অধিকার হরণ করা হচ্ছে। বিদ্রূপ করে একদল মানুষ বলছেন, ইউরোপের বুর্জোয়ারা এখন সাম্যের কথা বলছে। তবে এর সাম্য হল দেশের মানুষকে শোষণে ছিঁবড়ে করে দিয়ে তৈরি না পাওয়ার সাম্যবাদ যা মার্কস কল্পিত সাম্যবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। মার্কসের সাম্যবাদ সকলকে ভিখারি করার সাম্যবাদ নয়, ভিখারি দশা থেকে মুক্ত সাম্যবাদ। ভেবে দেখুন, সাম্যবাদের মোড়কে ব্রিটেনে বুর্জোয়াদের কী মারাত্মক শয়তানি চলছে!

সাম্যের মোড়কে কেন শ্রমজীবীদের উপর এই আঘাত? কারণ, ব্রিটেনের অর্থনীতি আমেরিকা ও ফ্রান্সের মতো ভয়াবহ মন্দায় আক্রান্ত। পৃথিবীর ধনী দেশগুলির অন্যতম ব্রিটেন। তার ধনী হওয়ার পেছনে রয়েছে বিশ্বব্যাপী লুণ্ঠনের অপকর্ম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শোষণের স্টিমরোলার চালিয়ে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের জৌলুস বাড়িয়েছিল। আজ সে দেশের অবস্থা কী? পুঁজিবাদী পথে সে দেশের অর্থনীতি বিকাশের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে জরাগ্রস্ত, মরণাপন্ন। গভীর মন্দায় সে দেশের অর্থনীতি আক্রান্ত। এই মুমূর্ষু অর্থনীতিকে বাঁচাতে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ রাজকোষ থেকে কোটি কোটি ডলার অনুদান দেওয়া হয়েছে। তার ফলে তীব্র রাজকোষ ঘাটতি। কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার অর্থ নেই। এই অবস্থায় সংকটের সমস্ত বোঝা চাপানো হচ্ছে জনগণের ঘাড়ে। শোনা যাচ্ছে, শীঘ্রই সেখানে ১৫ লক্ষ মানুষের চাকরি যাবে। আরও বহু লক্ষ মানুষের বেতন কমানো হবে, ডিএ ছাঁটাই করা হবে, পেনশন বন্ধ করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই শিক্ষায় বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ছাত্রদের টিউশন ফি। বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে ব্রিটেনের ছাত্রসমাজ। তাতে যোগ দিয়েছেন অধ্যাপকরাও। গত ১০ নভেম্বর রাজধানী লন্ডনে ৫০ হাজার ছাত্র-শিক্ষকের বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বিশ্বসংবাদের শিরোনাম হয়েছে। সাধারণ মানুষের অবস্থা ভয়াবহ। বহু গরিব পরিবারের ভাতা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। শহরে তাদের বাস করাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। বড় শহর ছেড়ে তারা ছোট ছোট শহরে ছুটছে। এভাবে কি বাঁচা যায়? কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতি মানুষকে এই পথেই ঠেলছে। সাম্যবাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারের ঝড় তোলা বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমগুলি পর্যন্ত এখন পুঁজিবাদের মুমূর্ষু দশার বাস্তব অবস্থার কথা না লিখে পারছে না। ১২ নভেম্বর একটি বাংলা পত্রিকা লিখেছে, 'গত সাতের দশকের ভয়ালতম মন্দার ধাক্কা এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি উন্নত দুনিয়া। মার্কিন মুলুক কিংবা ইউরোপ — দুই মহাদেশেই বৃদ্ধির অর্থনীতির গতি এখনও যথেষ্ট শ্লথ। রয়েছে বেকারত্বের সমস্যাও। তাই, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে মরিয়া প্রত্যেকটি দেশ'। বুর্জোয়াদের পক্ষে এই খবর হাড় হিম করা সন্ত্রাসের থেকেও কোনও অংশে কম আতঙ্কের নয়। কিন্তু এই সব সাংবাদিকরা ঘটনার বর্ণনা দিলেও কখনওই ব্যাখ্যা করেন না, কেন শিল্পোন্নত দেশগুলির দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার মতো অবস্থা হল। কারণ, এটা ব্যাখ্যা করতে গেলেই বেরিয়ে আসবে, বাইরে রং-মাটির প্রসাধনের প্রলেপ দেওয়া পুঁজিবাদের সুরম্য কাঠামোর অন্তরালে থাকা খড়ের কঙ্কালটি। তাহলেই মেনে নিতে হবে, পুঁজিবাদ নিয়ে মার্কসের ব্যাখ্যার সত্যতা। মার্কস দেখিয়েছেন, মন্দা পুঁজিবাদে অনিবার্য। তাঁর একথার সত্যতা গভীর মন্দার ও পুনরাবৃত্ত মন্দার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে।

এই মন্দার কবল থেকে বেরিয়ে আসতে নাকি প্রত্যেকটি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশ মরিয়া। এজন্য নানা রকম তত্ত্ব উদ্ভাবন করা হচ্ছে। এখন বুর্জোয়ারা আওয়াজ তুলছে, 'শেয়ার্ড গ্রোথ'। এর মানে হল, একে অপরের হাত ধরে আর্থিক বৃদ্ধি ঘটানো। কিন্তু এই সব কথা শুনতে যতই ভাল লাগুক, 'পারস্পরিক সহযোগিতা' বা 'সকলের তরে সকলে আমরা' তত্ত্ব পুঁজিবাদে অচল। সেখানে বাইরে সম্প্রীতি বা করমর্দনের আড়ালে চলে অন্য দেশের বাজার দখল করার উন্মত্ত প্রতিযোগিতা, আর নিজের বাজারে অন্যকে ঢুকতে না দেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস যাকে পরিভাষায় বলা হয় 'প্রোটেকশানিজম'। এই কুস্তির লড়াইয়ে যার পুঁজির জোর বেশি, সে নানা ছলাকলা করে অন্যের বাজার দখল করবে এবং সাময়িকভাবে পুঁজিবাদ অক্সিজেন পাবে। কিন্তু এটা পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য যে, সে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বাজারসঙ্কট বা মন্দার জন্ম দেবেই, আবার সেই সঙ্কট থেকে বাঁচার জন্য যা যা করবে, তা আরও গভীর সঙ্কট ও মন্দাকেই ডেকে আনবে এবং আনছেও।

মন্দাকে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুরোপুরি দূর করা যাচ্ছে না, মন্দার পুনরাবৃত্তিই তার জানান দিচ্ছে। ফলে সাময়িকভাবে মন্দা কাটানো গেলেও পুঁজিবাদে মন্দার নিরসন সম্ভব নয়। সেই কারণে মার্কস এই সঙ্কটকে বলেছেন, অনিরসনীয় সঙ্কট। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, 'এ বেলা-ও বেলার সঙ্কট'। এই সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধির সময় সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রাম যথাযথ হলে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

আজ শ্রমিকশ্রেণীকে নানা বিভ্রান্তিকর চিন্তার দ্বারা ঘুম পাড়িয়ে রাখা হচ্ছে। তৎসত্ত্বেও মালিকশ্রেণীর আক্রমণ এমন তীব্র রূপ নিচ্ছে যে, তার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণ বিক্ষোভে ফেটেও পড়ছে। লন্ডনে ৫০ হাজার ছাত্র-শিক্ষকের দৃপ্ত মিছিল প্রতিবাদের মশাল জ্বালিয়েছে। তা আরও প্রজ্জ্বলিত হবে, কারণ মানুষ তার অর্জিত অধিকারগুলির অপহরণ মেনে নিতে পারে না। তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করলে শ্রমজীবী জনগণ কি পুঁজিবাদকে ছেড়ে দেবে? সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে, সে চলার পথের জঞ্জাল এবং বাধা, পচা-গলা পুঁজিবাদকে দূর করবেই। ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণী তাকে উৎপাটিত করবেই।

গণআন্দোলনই যথার্থ পরিবর্তন ত্বরান্বিত করতে পারে

রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। অনেকেই মনে করছেন, এই পরিবর্তন আসবে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। নির্বাচন সর্বস্ব দলগুলোর কাছে ভোট বড় বালাই। তাদের মন্ত্র হচ্ছে, গদির জন্য উচিত অনুচিত দেখতে নেই। এই মন্ত্র কংগ্রেস নেতা তথা অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী ভালই বোঝেন। তিনি জানেন, শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টে গদি টিকিয়ে রাখতে গেলে সিপিএমই একমাত্র ত্রাতা কংগ্রেসের। সিপিএম বার বার সেটার প্রমাণ দিয়েছে। কৃতজ্ঞতার ফলস্বরূপ কংগ্রেসও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে সিপিএমের চরম অমানবিক ফ্যাসিস্ট কৃতকর্মকে ব্ল্যাঙ্ক চেক্ দিয়েছে। জনগণের উপর সিপিএমের ফ্যাসিস্ট অত্যাচার সত্ত্বেও কংগ্রেস ও তাদের সরকার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেনি। কংগ্রেসের এই সিপিএম প্রীতি এ রাজ্যের মানুষের ধিক্কার কুড়িয়েছে। তাই কংগ্রেস আজ এখানে একটি প্রান্তিক দলে পরিণত হয়েছে। পুঁজিপতিশ্রেণীর সংবাদমাধ্যম এ রাজ্যে কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অনেকেই সংবাদপত্রে দেখেছেন, গত ১৩ অক্টোবর অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী রাজারহাটে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সহ সিপিএমের অন্যান্য নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (ফিনানসিয়াল হাব) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই প্রশংসা কোনও কাকতলীয় বিষয় নয়। কংগ্রেস প্রণব মুখার্জীকে দিয়ে একদিকে সিপিএমের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক বজায় রাখছে, অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমকে দিয়ে জঙ্গলমহলে যৌথবাহিনীর সাহায্যে গণআন্দোলন দমন করে সিপিএম-এর হাত শক্ত করছে।

এদের এই ধূর্ত ভোট রাজনীতির জালে না ফেঁসে জনগণকে বাঁচার সঠিক রাস্তা চিনে নিতে হবে। বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বাস্তবে শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অগ্নিমূল্য। দেশে কোনও সরকার আছে বলে বোঝার উপায় নেই। পুঁজিপতিশ্রেণীর সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে তারা চুপ করে আছে। এটাই শ্রেণী-আদেশ। মাঝে মাঝে দাম কমার আশ্বাস মন্ত্রীরা দিয়ে যান, কিন্তু দাম কমে না। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত গ্রাহকদের রক্ত ঝরিয়েছে সরকার। গ্রামে গ্রামে ১০০ দিনের কাজ, বিপিএল কার্ড, রেশন নিয়ে কী দুর্নীতি চলছে শাসকদলের প্রশ্রয়ে, তা মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে চলেছেন। ফসলের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে, ঋণশোধ করতে না পেরে কত চাষি আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন, কত মানুষ অভাবের তাড়নায় না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছেন — তার কিছু হয়তো খবরে আসে, বেশিরভাগ আসে না বা আনা হয় না।

আজ দেশের গণআন্দোলনের সামনে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম একটা মাইল ফলক হিসাবে কাজ করছে। মূল্যবৃদ্ধি রুখতে গেলে, বিদ্যুতের অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করতে হলে, গরিব-সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হলে, অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার নীতি রুখতে হলে, শিক্ষাকে পুরোপুরি পুঁজিপতিশ্রেণীর বিনিয়োগ ক্ষেত্রে পরিণত করার চক্রান্তকে প্রতিরোধ করতে হলে, বা সরকারের যে কোনও অন্যায় নীতি বন্ধ করতে হলে তা কি ভোটের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের দ্বারা সম্ভব? ভোটে বুর্জোয়া ব্যবস্থার পরিচালক পাল্টায়, নীতি পাল্টায় না। জনবিরোধী নীতি পাল্টানোর জন্য প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্বে জনগণের ঐক্যবদ্ধ লড়াই। সেজন্য সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম মডেলে জনগণের নিজস্ব আন্দোলনের হাতিয়ার গণকমিটি গড়ে তুলে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের জন্ম দিতে হবে। তবেই সত্যিকারের পরিবর্তনের পথ সূচিত হবে বা ত্বরান্বিত হবে।

'বোমা-বন্দুকের জোরে সিপিএমের শাসন টিকবে না'

গড়বেতার বিশাল জনসভায় এস ইউ সি আই (সি)

১০ নভেম্বর নন্দীগ্রাম দিবসে গড়বেতায় আয়োজিত হয়েছিল জনসভা, যা জনজোয়ারে পরিণত হয়। গড়বেতায় নন্দীগ্রাম দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি, সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী। ২০০৭ সালে ঐদিনে নন্দীগ্রামে বীভৎস গণহত্যা, গণধর্ষণ অভিযান চালিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু যখন নূতন সূর্যোদয়ের ঘোষণা করছেন, অন্যদিকে তখন গুলিবিদ্ধ তিনজনকে গড়বেতার জঙ্গলে জ্যান্ত পুঁতে পৈশাচিক উল্লাস করার বাসনায় গাড়িতে ভরে আনতে গিয়ে এগরাতে জনগণের হাতে ধরা পড়েছিল সিপিএমের দুই কুখ্যাত ক্রিমিনাল সর্দার তপন-শুকুর। তপন ঘোষ আর শুকুর আলির খাসতালুক হল গড়বেতা। তাই গড়বেতার মানুষ তপন-শুকুর, তাদের সর্দার সুশান্ত ঘোষ-দীপক সরকার ও তাদের দল সিপিএম-এর প্রতি ঘৃণা ছিটিয়ে দিতে সামিল হয়েছিল এই ধিক্কার সমাবেশে। হাজার হাজার মা-বোন সহ বিভিন্ন গ্রামের গরিব মানুষের সমাবেশ গড়বেতা স্কুল মাঠ ছাপিয়ে রাস্তাঘাট ভরে প্রমাণ করে দেয়, গড়বেতা সহ জঙ্গলমহল আর সিপিএমের নিয়ন্ত্রণে নেই।

তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও ঐ সভায় বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুকুল রায়, মদন মিত্র, মৃগেন মাইতি প্রমুখ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। সভায় আমন্ত্রিত বক্তা এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি বলেন, সরকার থেকে বিদায় নেওয়ার পরের পরিণতি কল্পনা করে সিপিএম নেতাদের রাতের ঘুম চলে গেছে। পুলিশ-প্রশাসন-ক্রিমিনাল পরিবেষ্টিত বিগত ৩৩ বছরের সুখ-আহ্লাদের জীবন ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই তাদের আতঙ্ক। হতদরিদ্র মানুষকে খাওয়া পরা, বাসস্থান, চিকিৎসা, কৃষি, কর্মসংস্থান কোনও কিছুই দিতে পারেনি যারা, তারাই কিন্তু কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সাহায্য নিয়ে গোটা জঙ্গলমহলে শত শত কোটি টাকা ঢালছে বোমা বন্দুক বারুদের পিছনে। মৃত্যুর আর্তনাদ, মা-বোনেদের সম্ভ্রমহানি এ দিয়ে কখনো কোনও শাসক টিকতে পারেনি, সিপিএমও পারবে না। যে প্রতিবাদী সাহস হাজারে হাজারে নারীপুরুষ গড়বেতার বুকে এদিন দেখিয়েছেন, তার প্রতি সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়ে তিনি আবেদন জানান — বাঁচবার দাবিতে ন্যায্য প্রাপ্যের অধিকার নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হলে যে কোনও অন্যায় দূরে হঠবেই। শুধু সরকার পরিবর্তন নয়, জীবন যন্ত্রণার পরিবর্তনে সচেতন সংঘবদ্ধ লড়াই একান্ত জরুরি।

একই দাবি নিয়ে পর দিন, ১১ নভেম্বর ঝাড়গ্রাম পুলিশ জেলা সুপারের দপ্তর ঘেরাও কর্মসূচিতেও হাজার হাজার নারী-পুরুষের উদ্বেল প্রতিবাদী বিক্ষোভকে স্বাগত জানান শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, কমরেড অমল মাইতি প্রমুখ। শুভেন্দুবাবুর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠীর কাছে ডেপুটেশন দিয়ে অবিলম্বে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার ও সিপিএম ক্রিমিনালদের গ্রেপ্তার করে জঙ্গলমহলে স্বাভাবিক সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান।

জঙ্গলমহলে সিপিএমের নয়া সন্ত্রাস

ডি এম দপ্তরে এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ

১৪ নভেম্বর সশস্ত্র সিপিএম বাহিনী মেদিনীপুর সদর ব্লকের চাঁদাবিলা, মালকুড়ি, শিরষী, চাঁপাশোল, বাঘঘরা, ভেলাডাঙা প্রভৃতি গ্রামগুলিতে ব্যাপক সন্ত্রাস চালিয়ে সুফেণ মাহাতো ও নিবারণ সিং-কে হত্যা করেছে। শিরষী গ্রামে এই তাণ্ডব চলার সময় জেলা প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এস ইউ সি আই (সি) সমর্থক অধিকাংশ গ্রামবাসীদের অবস্থা শোচনীয়। তাঁদের সহায়-সম্বল, গরু-ছাগল সব সিমিএম দুষ্কৃতীরা লুট করে নিয়ে গেছে। দু'কিলোমিটারের মধ্যে যৌথবাহিনীর দুটি ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও এই তাণ্ডব অবাধে চলেছে। এর প্রতিবাদে ১৫ নভেম্বর ডি এম দপ্তরের বিক্ষোভে দাবি তোলা হয় সিপিএমের সশস্ত্র শিবিরগুলি ভেঙে দিতে হবে, হামলাবাজ ও খুনি সিপিএম দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে, সিপিএমের সশস্ত্র হামলায় সহায়তাকারী যৌথবাহিনীকে প্রত্যাহার করতে হবে, প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা চাই। বিক্ষোভ মিছিল মেদিনীপুর শহর পরিক্রমা করে জেলাশাসকের দপ্তরে যায়। সেখানে এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে এস ইউ সি আই (সি) জেলা নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে দাবিগুলি মেনে নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

জনগণের প্রাপ্তির ভাণ্ডার শূন্য

একের পাতার পর

বাজার থেকে ৬০,০০০ কোটি ডলারের ট্রেজারি বন্ড কিনে নিয়ে বাজারে ডলারের যোগান বাড়াতে চাইছে যাতে অন্য দেশের টাকার তুলনায় ডলারের দাম বেড়ে না যায়। এভাবেই মার্কিন সরকার এখন সরকারি হস্তক্ষেপের পথে ডলারের অবমূল্যায়ন ঘটিয়ে অন্য দেশ থেকে সস্তা আমদানি রুখতে চাইছে। অর্থাৎ আমেরিকার বাজারে আগে যে বিদেশি পণ্য কিনতে ধরা যাক এক ডলার লাগত, এখন সেটা কিনতে দু'ডলার লাগবে। স্বভাবতই কেনার প্রবণতা কমবে। বিপরীতে এর দ্বারা বিদেশি মুদ্রার বিনিময় মূল্য বেড়ে যাবে। ওবামার সফরেও এ কথা স্পষ্ট যে, আমেরিকার অর্থনীতিতে মন্দার সংকট কেটে যাওয়া তো দূরের কথা, সংকট আরও গভীর হচ্ছে। তাই আমেরিকা এখন বিশ্বের সব দেশেই নিজস্ব রপ্তানি বাড়াতে চাইছে। সফরের আগে ওবামা নিজেই বলেছিলেন, ভারত সফসে তাঁর অন্যতম লক্ষ্য বাণিজ্য বাড়িয়ে আমেরিকাতে কিছু চাকরি সৃষ্টি করা। এ কথা শুনেই ভারতের এক দল গর্বে আপ্লুত হয়ে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'আমরাও পারি, আমরাও পারি'। প্রশ্ন হচ্ছে, এই আমরা কারা? ওবামার সফরের সময়েই রাষ্ট্রসংঘের মানবোন্নয়ন সূচকের রিপোর্ট বেরিয়েছে। যাতে ভারতে শিক্ষা স্বাস্থ্য-খাদ্যে ব্যাপক জনগণের দুরবস্থা অত্যন্ত স্পষ্ট। সুতরাং ঐ আমরার মধ্যে দারিদ্রপীড়িত এই কোটি কোটি ভারতবাসী পড়ে না। মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের বিদেশযাত্রাকে যারা ভারতবাসীর 'গর্ব' হিসাবে দেখাতে চায়, হয় তাঁরা অঙ্গ, না ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির তল্পিবাহক।

কিন্তু ভারতের বাজার কি সংকটমুক্ত? ব্যাপক ভারতবাসীর হাতে কি দেদার ক্রয়ক্ষমতা? উত্তরটা সকলেরই জানা। ভারতের একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যে অন্য দেশে বিনিয়োগের জন্য ছুটছে, সে তো ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদার সংকটের জন্য, অর্থাৎ জনগণের উপযুক্ত ক্রয়ক্ষমতা না থাকার জন্যই। একথা ঠিক যে ভারতে একটা উঠতি মধ্যবিত্ত অংশ আছে,যাদের ক্রয়ক্ষমতার দিকে সকল বিদেশি পুঁজিপতিদেরই নজর। কিন্তু সেই বাজারে তো ভারতীয় একচেটে পুঁজিপতিরাও প্রতিযোগী। তাই যে বাজারের দিকে এবার ওবামার বিশেষ নজর ছিল, তা হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্রের বাজার। যেখানে ক্রেতার তালিকায় বিশ্ববাজারে ভারতই এখন শীর্ষে রয়েছে। সুপার পাওয়ার হওয়ার উচ্চাকাঙ্খায় ভারতীয় পুঁজিবাদ এখন অস্ত্রশস্ত্রেও নিজেকে আরও বলীয়ান করতে চায়। আমেরিকা সেটা জানে। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিও জানে। অস্ত্র ব্যবসার বাজারে রাশিয়া-ইংল্যান্ড-ফ্রান্সও পিছিয়ে নেই। কিন্তু বিশ্বমঞ্চে আজও শক্তিতে এক নম্বর আমেরিকার স্বীকৃতি ছাড়া সুপার পাওয়ারের তকমা জুটবে না। তাই এ বার ওবামা শুরু থেকেই ভারতকে উঠতি শক্তি, সুপার পাওয়ার, রাষ্ট্রসংঘে নিরাপত্তা পরিষদে ভারত স্থায়ী সদস্য পদ পাওয়ার যোগ্য ইত্যাদি নানা ভূষণে ভূষিত করতে থাকেন। বিনিময়ে ভারতকে ওবামা ১১০০ কোটি ডলারের যুদ্ধাস্ত্র বেচার রাস্তা পরিষ্কার করে নিয়েছেন। অন্তত সেই চুক্তি হয়ে গেছে।

মিডিয়ায় ওবামার সফর পরবর্তী প্রচারে 'ভারত জেগেছে', 'এ বার ক্ষমতার ভরকেন্দ্র ভারতের দিকে ঢলছে', 'ভারত বিশ্বশক্তি হয়ে উঠছে' ইত্যাদি নানা শব্দবন্ধ অতি উল্লাসে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের যে প্রশ্নটা করা দরকার তা হচ্ছে, এর সাথে ভারতীয় জনগণের স্বার্থ কী? ভারত সুপার পাওয়ার হলে বন্ধ কারখানার শ্রমিক কাজ পাবে তো? দারিদ্র পীড়িত জনগণের পাতে দু'বেলা আহার জুটবে? কোটি কোটি বেকারের দুঃস্বপ্ন ঘুচবে? একচেটে পুঁজির তল্পিবাহক মিডিয়া এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলেই মনে করে না।

ভারতকে আমেরিকা তার শরিক মনে করে। তাই ওবামা এবার কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের শাসকদের বিব্রত করেননি। সম্প্রতি মায়নমারের সিনিয়র জেনারেল থান শোয়ে ভারতে এসেছিলেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে মায়ানমার প্রশ্নে মার্কিন বিদেশনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতকে তিনি সতর্ক করে গিয়েছেন যাতে মায়ানমারের সরকারের সাথে ভারতের শাসকরা বেশি মাখামাখি না করেন। এদিকে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ হল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করা। এই উদ্দেশ্যটাই ফুটে উঠেছে নরসিমহা রাওয়ের কথিত 'লুক ইস্ট' নীতির মধ্যে। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য হল ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, লাওস প্রভৃতি দেশের ওপর প্রভাব বাড়ানো। সেজন্য ভারত সরকার বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে হাইওয়ে তৈরির কর্মসূচি নিয়েছে। মায়ানমার এই পথের গেটওয়ে। তাই বর্মাকে, অর্থাৎ বর্তমান মায়ানমারকে সঙ্গী হিসাবে না পেলে এই কর্মসূচি সফল হবে না। তাই মায়ানমারের যারাই শাসক থাকুক, তারা যতই অগণতান্ত্রিক হোক ভারত সরকার তাদের চটাতে চায় না। আবার এশিয়া- আফ্রিকার পিছিয়ে পড়া দেশগুলির ওপর নিজ প্রভাব অটুট রাখার জন্যনিজের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি বজায় রাখার স্বার্থে ভারতীয় শাসকদের মায়ানমারের গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের পাশেও থাকতে হবে। তাই আমেরিকা মায়ানমারের জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে হলেও ভারত সরকার দুনৌকায় পা দিয়ে চলার নীতি নিয়েছে। তারা আন সু কি-র গৃহবন্দীত্ব থেকে মুক্তির দাবির পিছনেও আছে আবার জঙ্গীশাহীর প্রধান থান শোয়েকেও ভারতে আমন্ত্রণ করে আনছে। সংবাদপত্রমহল এই দ্বিচারিতার নামই দিয়েছে ভারতের শাসকদের পরিণত বিদেশনীতি। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে যা করা দরকার, প্রয়োজনে মার্কিন রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেও তা করাই হল পরিণত বিদেশনীতির লক্ষণ। ভারতীয় শাসকরা এটাই করেছে। আবার মার্কিন শাসকরা এখন আফ্রিকার দিকে কড়া নজর দিয়েছে, যার অন্যতম কারণ হল আফ্রিকার দেশগুলির তৈল ও খনিজ সম্পদ। এক্ষেত্রে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ মার্কিন স্বার্থের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তাই ভারত সরকার আফ্রিকার প্রশ্নে ওবামার সঙ্গে একমত হয়েছে। আসলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা অনেক বেশি হলেও ভারতের একচেটিয়া পুঁজিও আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। সেই শক্তির বিশ্বস্বীকৃতির জন্যই সে মার্কিন যুদ্ধজোটের শরিক হতে চায়, কিন্তু সেটা অনেকটাই নিজের শর্তে। তাই আমেরিকা চাপ দিলেও ভারত সরকার অন্যান্য ইস্যুর মতো মায়ানমার ইস্যুতেও নতজানু হয়নি। ওবামাও মার্কিন কর্পোরেট স্বার্থে পাকিস্তান প্রশ্নে ভারতের চাহিদা মতো চলেননি। এ হল অনেকটা কুস্তির আখড়ায় বড় পালোয়ানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠাকামী তুলনায় দুর্বল পালোয়ানের প্যাঁচ কষাকষির খেলা।

এ দেশের এবং বিদেশের যেসব মার্কসবাদীরা ভারতের অর্থনীতিকে 'আধা-সমান্ততান্ত্রিক ও দুর্বল' রাষ্ট্রব্যবস্থাটাকে 'আধা-উপনিবেশিক' বলে বর্ণনা করে আনন্দ পান, এ দেশের জাতীয় বুর্জোয়াদের পরনির্ভরশীল দেখাতে পারার মধ্যেই অদ্ভুত আত্মতৃপ্তি লাভ করেন, ওবামার এই সফরে তাদের চোখ খোলা উচিত ও বোঝা উচিত যে, এ ভাবে ভারত রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করার দ্বারা তারা এ দেশের শোষিত জনগণের মূল শত্রু ভারতীয় পুঁজিবাদকে আড়াল করেন এবং তার দ্বারা বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষতি করেন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে দেখিয়ে আসছে ভারতীয় পুঁজিবাদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের লক্ষণ খুব স্পষ্ট। আজ যা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। স্বাধীনতার ৬৩ বছরে ব্যাপক জনগণের দারিদ্র্য দূর হয়নি, কিন্তু পুঁজিবাদী সরকারের দাক্ষিণ্যে ব্যাপক জনতাকে চরম দারিদ্রে ঠেলে দিয়ে ভারতের একচেটিয়া পুঁজি দুধেভাতে অনেক ফুলে ফেঁপে উঠেছে। দুধে দাঁত পড়ে গিয়ে তার এখন শ্বদন্ত গজিয়েছে, কামড়ের জোর বেড়েছে অনেক।

সবকিছুর পরেও যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা থেকে যায় তাহল, দুদেশের একচেটিয়া পুঁজি মালিকরা এই সফরকে সফল বললেও এবং রেডিও টি ভি খবরের কাগজে এই সফরের মাহাত্ম্য প্রচার করলেও এই সফর থেকে গরিব সাধারণ মানুষ কি পেলেন? তাদের প্রাপ্তি কিন্তু শূন্য। ইন্ডিয়া সিমেন্টের মালিক খাতায়-কলমে বার্ষিক বেতন প্রায় ১৬ কোটি টাকা। কুমার বিড়লা বছরে পান ১৪ কোটি টাকা, মানে দৈনিক ৩,৮৩,৫৬১ টাকা। অন্য দিকে দেশের কোটি কোটি মানুষ একশো দিনের কাজ পাওয়ার জন্য ছুটছে, কারো জুটছে কারো জুটছে না। যার জুটছে তার মজুরি ৮০ টাকাও নয়। মার্কিন দেশেও অগণিত বেকার। যাদের কাজ আছে তারাও ধার করে কেনা বাড়ির কিস্তির টাকা শোধ করতে পারছে না। এদের জীবনে ওবামা-মনমোহনের করমর্দন আর বাণী প্রচারের কী অর্থ আছে?

পুলিশ আছেই তো সিপিএমের 'লাভ' দেখার জন্য

পুরুলিয়ার বলরামপুরে দুষ্কৃতীদের দ্বারা দুই সিপিএম নেতার মৃত্যুতে ঐ দলের জোনাল কমিটির সম্পাদক গোবর্ধন মাঝি প্রশ্ন তুলেছেন, 'এই পুলিশ থেকে আমাদের কী লাভ?' (আনন্দবাজার, ২১-১০-২০১০) সত্যিই, পুলিশের কাজে যদি শাসক দল সিপিএমের লাভই না হয়, তাহলে পুলিশ থাকবে কেন?

এ রাজ্যের পুলিশ ৬০-এর দশকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পুলিশমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আমল থেকেই সিপিএমের লাভালাভ দেখতে শুরু করেছিল। সেই সুযোগ নিয়ে সেদিন সিপিএমও বহু দলের যুক্তফ্রন্ট নয়, শুধুমাত্র সিপিএমকে নিয়ে তথাকথিত 'শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টে'র তত্ত্ব হাজির করে সামনে পিছনে পুলিশ নিয়ে অন্যান্য শরিকদের ধ্বংস করার বীর বিক্রম প্রদর্শন করেছিল। মাঝে সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের আমলে পুলিশ কংগ্রেসের দিকে ঢলে পড়ে। আর সিপিএম সেদিন সমস্ত বীরত্ব ঝেড়ে ফেলে একেবারে কুঁকড়ে গিয়ে মিছিল-মিটিং পর্যন্ত বন্ধ করে বলেছিল — 'ও বাবা পুলিশ মারবে!'

'৭৭-এ জ্যোতিবাবু মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে বাহিনী গুছিয়ে সেই যে মরিচঝাঁপি দিয়ে শুরু করলেন, তারপর মূল্যবৃদ্ধি, বাসভাড়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ইত্যাদি নিয়ে এস ইউ সি আই(সি) পরিচালিত আন্দোলনে রাজ্য জুড়ে পুলিশের পৈশাচিকতা মানুষের স্মৃতিতে আজও জ্বলন্ত হয়ে আছে। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় পুলিশ গুলি চালিয়ে ৯ জন নাগরিককে হত্যা করে পেল এ রাজ্যের সবচেয়ে 'ভাল থানা'র শিরোপা। স্কুল কমিটির নির্বাচনে কাটোয়ার আইন কলেজের অধ্যাপক তুহিন সামন্তকে নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে ওসি-র প্রমোশন পোস্টিং হয়। নন্দীগ্রামে সরকারি পরিকল্পনায় পুলিশ সঙ্গে নেয় শত শত 'চটিপরা পুলিশ'কে। গণহত্যা, গণধর্ষণের যে বর্বরতা সেখানে সৃষ্টি করেছে তা এ দেশে ইংরেজ ও কংগ্রেস শাসনকেও লজ্জা দিয়েছে। সারা দুনিয়া স্তম্ভিত হয়েছে, ধিক্কার দিয়েছে, কিন্তু বুদ্ধবাবু বলেছেন, বেশ হয়েছে ইটের বদলে পাটকেলটি জবাব দিয়েছি! বিমানবাবু বলেছেন, নূতন সূর্যোদয় হয়েছে। পুলিশের পোয়াবারো হয়েছে — তারা হয়েছে দু'কান কাটা, চোখেও দেখে না। শুধু দেখে সিপিএমকে। রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যুতে প্রত্যক্ষ জড়িত লালবাজারের পুলিশ অফিসারদের নিষ্কলুষ প্রমাণ করতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মাঠে নামেন। বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নন্দীগ্রাম থানার ওসি দেবাশিস চক্রবর্তী সিপিএম নেতা লক্ষণ শেঠের কাছে চাটুকারিতা করে আবেদন জানান — 'স্যার ওরা আমাদের লোককে (সিপিএমের দুনম্বরি ভোটারদের) ভোট দিতে দিচ্ছে না, কিছু একটা করুন স্যার!' সেই হ্যান্ডিক্যামখ্যাত দেবাশিসবাবুর পদোন্নতি হয়েছে। নানুরে, খানাকুলে, শাসনে, ভাঙড়ে, ক্যানিং-এ বীভৎস অত্যাচার করে বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও নিরপরাধ মানুষকে খুন করছে সিপিএম। পুলিশ নির্বিবাদে এসব চলতে সাহায্য করে যাচ্ছে। লালগড়ে আন্দোলনকারী গ্রামবাসীদের উপর মাওবাদী স্ট্যাম্প লাগিয়ে দিয়েই সিপিএম ক্রিমিনাল আর পুলিশের যৌথবাহিনী গণহত্যা, গণধর্ষণ, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগের তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে। হত্যা করে নারী পুরুষের মৃতদেহগুলিকে গরুছাগলের মতো বাঁশে ঝুলিয়ে টিভি ও সংবাদ মাধ্যমে ছবি প্রকাশ করে আস্ফালন করছে। ঝাড়গ্রামের সোনামুখীতে পুলিশ বাহিনী দলবদ্ধভাবে ঘরে ঘরে মা-বোনেদের প্রকাশ্যে গণধর্ষণ করছে। সাঁকরাইলে সিপিএম-এর সশস্ত্র ক্রিমিনালরা কয়েকজন যুবতী ও গৃহবধূকে প্রকাশ্যে তুলে নিয়ে যায়। ঐ মহিলাদের মধ্যে একজন বাসন্তী মাহাতর দাদা হোমগার্ড দেবেন মাহাত গুলিবিদ্ধ হন। সরকারি হোমগার্ড বলে তিনি রেহাই পাননি। চুনপাড়ার গ্রামবাসী উত্তম মাহাত ঘটনাস্থলেই পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। জঙ্গলমহলে সিপিএমের শতাধিক হার্মাদ ক্যাম্পে খাদ্য, অস্ত্র, পুলিশের পোষাক ইত্যাদি সরাসরি সরবরাহ করা হচ্ছে যৌথবাহিনীর ক্যাম্প থেকে। তাদের গণহত্যা অভিযানে যৌথবাহিনী এসকর্ট-এর দায়িত্ব পালন করে চলেছে। এইভাবেই পুলিশ এ রাজ্যে সিপিএমের 'লাভ' বিচার করেই ভূমিকা নিয়েছে।

আইন শৃঙ্খলার রক্ষক পুলিশ — এই কথাটা জনজীবনে আজ বড়ই বিদ্রুপাত্মক। আই জি (পশ্চিমাঞ্চল) জুলফিকার হাসানের বক্তব্যে এটা আরও পরিষ্কার। তিনি এদিন বলেন, 'এটা (বলরামপুরে দুই সিপিএম নেতার মৃত্যু) খুবই উদ্বেগজনক ঘটনা। বলরামপুর সদরে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে আমরা ভাবছি' (ঐ)। ঐ বলরামপুরেই মাত্র কয়েক দিন আগে যৌথবাহিনী মদ্যপ অবস্থায় আচমকা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে জাতীয় সড়কে এক গাড়ি চালককে হত্যা করে, অপর এক জন গুরুতর আহত হয়। বেশ কিছু বাড়ি ও দোকানের দেওয়াল গুলিতে ঝাঁঝরা হয়। সে চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। তখন কিন্তু আই জি মহাশয়কে 'উদ্বেগ' প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। তাই সিপিএমও খোলাখুলি বলছে — তাদেরই স্বার্থ দেখবে পুলিশ। নইলে সে পুলিশের দরকার নেই। পুলিশও বলছে সিপিএমেরই স্বার্থ দেখবে তারা — না দেখতে পারাটা 'খুবই উদ্বেগজনক'। তাহলে সেই কথাটাই লালগড়ে যৌথবাহিনীর অভিযান সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলা হোক। শুধু শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বস্তাপচা অজুহাত তোলার দরকার কী?

সিপিএমের এতদিনের ক্ষমতায় বসে থাকা জাহাজ আজ ডুবন্ত। ক্ষমতায় না থাকলে পরিণতি কী হবে — কল্পনা করাও সিপিএম নেতাদের কাছে দুঃস্বপ্নের অধিক! তাই সিপিএমকে রক্ষা করাটাই পুলিশের মূল কাজ। পুলিশবাহিনী নয়, সরকারী উর্দিধারী কিন্তু বাস্তবে সিপিএমের সশস্ত্র বাহিনী হিসাবেই এরা সেবা করে চলেছে। এখন জনগণের ধিক্কার ও প্রতিরোধের সামনে পড়ে 'পুলিশ' যদি কোথাও একটু অন্যরকম ভূমিকা নিয়ে ফেলে তাতে গোবর্ধনবাবুদের গোঁসা ও উদ্বেগ তো হবেই। কারণ, এদের যা কিছু 'বীরত্ব' ও 'দাপট' তো ঐ পুলিশের সৌজন্যেই।

আজমের দরগা বোমা বিস্ফোরণে অভিযুক্ত আর এস এস

একের পাতার পর

ও দু'জন পলাতক, তারাও নানাভাবে সংঘপরিবারের সাথেই যুক্ত, কিন্তু উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের স্তরের কেউ নন। ফলে, আর এস এস কিছুটা নীরব থেকে একে 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে চাপা দেওয়ার কথা হয়তো ভেবেছিল। কিন্তু চার্জশিটে পুলিশ সরাসরি আর এস এস-র সর্বভারতীয় স্তরের নেতাদের একজন ইন্দ্রেশ কুমারের নামে অভিযোগ আনায় নেতৃত্বকে মুখ খুলতেই হচ্ছে। কারণ বিস্ফোরণের সাথে এই স্তরের একজন নেতার যুক্ত থাকার অভিযোগের অর্থ দাঁড়ায়, ওটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং অত্যন্ত পরিকল্পিত কাজ। ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও সহ অন্যান্য বিস্ফোরণের পিছনেও হিন্দুত্ববাদীদের যোগসাজসের অভিযোগ উঠে আসর পর আজমের কাণ্ডেও একই অভিযোগ আর এস এস নেতাদের টলিয়ে দিয়েছে।

একথা ঠিক যে, এখনও পর্যন্ত এগুলি সবই পুলিশের অভিযোগ, যা আদালতে প্রমাণ করতে হবে। এও অজানা নয় যে শাসক দল এবং তার অনুগত পুলিশ-প্রশাসন বিরোধীদের পর্যুদস্ত করতে অনেক সময় মিথ্যা অভিযোগ তোলে। আর এস এস নেতারা এ পর্যন্ত বললে অসুবিধা ছিল না। কিন্তু তারা যেভাবে এই অভিযোগ নস্যাৎ করতে নিজেদের বিশুদ্ধতার প্রচার করছেন এবং 'এ ধরনের সন্ত্রাসবাদী কাজ আর এস এস করতেই পারে না', 'সবটাই আর এস এস-এর দুর্নাম করার একটা চক্রান্ত' ইত্যাদি বলছেন, তা কিন্তু বাস্তবে ধোপে টেকে না।

কে না জানে যে, আর এস এসেরই শাখা সংগঠন বজরং দল ওড়িশায় খ্রিস্টান যাজক গ্রাহাম স্টেইনস ও তাঁর দুই শিশুপুত্রকে গাড়ির মধ্যে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। ওড়িশাতেই খ্রিস্টান সন্ন্যাসীনীদের ধর্ষণ করেছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদকে ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল এই আর এস এস, বজরং দল এবং বিজেপি বাহিনীই। সকলেই জানে, গুজরাটে সংখ্যালঘুদের উপর নৃশংস গণহত্যা চালিয়েছিল কারা। এ ছাড়াও স্বাধীনতার আগে ও পরে অসংখ্য দাঙ্গায় সংখ্যালঘুদের নিধনযজ্ঞের হোতা ছিল আর এস এস (অবশ্য হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগানোয় কংগ্রেসের ইতিহাসও কম কলঙ্কজনক নয়)। এগুলো সবই তো সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী হিংস্রতা। যার শিকার হয়েছে নিরপরাধ সাধারণ মানুষ। ফলে আর এস এস নেতারা, এমন কাজ তাদের নেতা-কর্মীরা করতেই পারে না বলে যে ভাব দেখাচ্ছেন, তা আদৌ সত্য নয়। মালেগাঁও, সমঝোতা এক্সপ্রেস, মক্কা মসজিদ, আজমের দরগা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় শেষ পর্যন্ত যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা সকলেই যে সংঘপরিবারের হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত, সে কথা কি আর এস এস নেতারা অস্বীকার করতে পারবেন? এমন অভিযোগও তো উঠেছে যে, তাজ হোটেলের সন্ত্রাসী হামলায় মুম্বই এ টি এস প্রধান শ্রী হেমন্ত কারকারের ওভাবে নিহত হওয়ার পিছনেও অন্য রকম ষড়যন্ত্র কাজ করেছে, কারণ শ্রী কারকারেই মালেগাঁও কাণ্ডের তদন্ত করে তার সাথে হিন্দুত্ববাদীদের যুক্ত থাকার তথ্য প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

তা ছাড়া ভারতের বুকে পরপর এ ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলা ও বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়ায় যে ভাবে ক্রমাগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে এবং তাদের সম্পর্কে ঘোরতর অবিশ্বাস ও সন্দেহের একটা বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, সেরকমটাই তো আর এস এস চায় এবং সেটা তাদের আদর্শের বিরোধীও নয়। তাঁদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপন করা। তার জন্য দাঙ্গা লাগানো, সংখ্যালঘুদের হত্যা করা, কোনও কিছুতেই যে তারা পিছপা নয়, তার প্রমাণ কি তারা বারে বারে দেয়নি!

রাজস্থান পুলিশ দাবি করেছে, এই বিস্ফোরণের ঘটনায় ইন্দ্রেশ কুমারের জড়িত থাকার জোরালো প্রমাণ তাদের কাছে আছে। চার্জশিটে বলা হয়েছে, ইন্দ্রেশ কুমার ২০০৫ সালের ৩১ অক্টোবর সুনীল জোশী, সাধবী প্রজ্ঞা সিং সহ বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে জয়পুরের গুজরাটি সমাজের গেস্টহাউসে এক গোপন বৈঠক করেন। সুনীল জোশী ছিলেন এই বিস্ফোরণের ঘটনায় একজন মূল অভিযুক্ত। প্রজ্ঞা সিং মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও বিস্ফোরণের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত। প্রথম বিস্ফোরণে ৩৭ জনের এবং দ্বিতীয় বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় ৮ জনের। আজমেরে মৃত্যু হয় তিন জনের এবং আহত হয় ১৫ জন। আজমের দরগা মামলায় মূল অভিযুক্তরা হলেন, দেবেন্দ্র গুপ্তা, লোকেশ শর্মা, চন্দ্রশেখর লাভে, সন্দীপ ডাঙ্গে এবং রামজি কালসাঙরে। দেবেন্দ্র উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'অভিনব ভারত'-এর সঙ্গে যুক্ত। তিনি ঝাড়খণ্ডে আর এস এসের জেলা প্রচারক হিসাবে কাজও করেছেন। লোকেশ শর্মা মধ্যপ্রদেশে আর এস এস প্রচারক হিসাবে কাজ করেছেন। এই দু'জনই ২০০৭ সালের হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণের ঘটনায়ও অভিযুক্ত। চন্দ্রশেখর লাভে মধ্যপ্রদেশে 'জেলা প্রমুখ' হিসাবে কাজ করেছেন। সন্দীপও মধ্যপ্রদেশের প্রচারক। অন্যরা বর্তমানে জেলে থাকলেও শেষ দু'জন পলাতক। আর এস এসের জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য অশোক বেরির নামও চার্জশিটে রয়েছে। সম্প্রতি এই মামলায় আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে এ টি এস। একজন হর্ষদ সোলাঙ্কি, গুজরাটে বেস্ট বেকারি হত্যাকাণ্ডেরও মূল অভিযুক্ত। সেই ঘটনায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি থাকলেও এতদিন পলাতক ছিল। এ টি এস জানিয়েছে, এই ব্যক্তি আজমের দরগা বিস্ফোরণে ব্যবহৃত বিস্ফোরক তৈরি করা এবং তা দরগায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করেছিল। অপরজন মুকেশ ভাসানি, গুজরাটে গোহত্যা নিবারনী আন্দোলনের কর্মী, আজমের দরগায় বিস্ফোরক রাখার কাজ করেছিল। এই বিস্ফোরণের আর এক অভিযুক্ত স্বামী অসীমানন্দকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চালাচ্ছে এ টি এস।

এ ভাবে একের পর এক সন্ত্রাসবাদী হামলায় আর এস নেতা-কর্মীদের যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠার পর আর এস এস নেতারা শুধু গলা ফাটিয়ে অস্বীকার করলেই অভিযোগ মুক্ত হতে পারবেন না।

ধর্ষণে অভিযুক্ত পুলিশ এম এস এসের বিক্ষোভ ত্রিপুরায়

ধর্ষক পুলিশ অফিসার দিলীপ গুহের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, পণের দায়ে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন, নারীপাচার, মাদকতা প্রসার, প্রচার মাধ্যমে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এবং মহিলাদের নিরাপত্তার দাবিতে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্যব্যাপী আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ১ নভেম্বর পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে ও ২ নভেম্বর কর্ণেল চৌমুহনী থেকে এক ধিক্কার মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বটতলা এলে সেখানে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড শিবানী দাস। তিনি রাজ্যে ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ, বধূহত্যা, শিশুধর্ষণ, মাদকতাবৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে তার বিরুদ্ধে মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

শিলচরে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

২৫-২৭ অক্টোবর শিলচরের জেলা গ্রন্থাগার হলে রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে বক্তব্য রাখছেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। এই শিবিরে শিলচর, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জের কমরেডরা ছাড়াও ত্রিপুরা রাজ্যের কমরেডরাও যোগ দেন।

ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির শহিদ স্মরণ

দলমত নির্বিশেষে নন্দীগ্রামবাসীর সংগ্রামী মঞ্চ 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'র নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের সেজবিরোধী ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধ এবং সেই আন্দোলন ভাঙতে রাজ্যের প্রধান শাসক দল সিপিএমের সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনী যেভাবে লাগাতার খুন-ধর্ষণ-লুঠপাঠ করে নজিরবিহীন সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তা দেশবাসীর অজানা নেই। নন্দীগ্রামের প্রতিরোধী মানুষের গণআন্দোলন দমন করার জন্য, শেষ পর্যায়ে ২০০৭ সালের ১০ নভেম্বর শাসক সিপিএম পুলিশকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রেখে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত তিন সহস্রাধিক ক্রিমিনালকে কাজে লাগিয়ে এলাকা দখল করে ভয়ঙ্কর ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। রক্তস্নাত সেই দিনটি স্মরণ করে এ বছর ১০ নভেম্বর ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির আহ্বানে নন্দীগ্রামের সর্বত্র শহিদ বেদিতে মাল্যদান, ব্যাজ ধারণ, পদযাত্রা, তেখালি থেকে মহেশপুর পর্যন্ত 'মানববন্ধন' এবং গোকুলনগরের করপল্লী ও হাজরাকাটা বাজারে শহিদ স্মরণসভায় হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এবং স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন তমলুকের সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদক সৌমেন বসু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিশির অধিকারী সহ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মানব বেরা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক দিলীপ মাইতি সহ ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নন্দ পাত্র, সেখ সুফিয়ান, আবু তাহের, ভবানী প্রসাদ দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত ছিলেন সুনন্দ সান্যাল, দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতালী দত্ত প্রমুখ বুদ্ধিজীবী।

গোকুলনগরের করপল্লীতে শহিদ স্মরণসভায় কমরেড সৌমেন বসু বলেন, নন্দীগ্রামের সংগ্রামী মানুষ যাঁরা সিপিএমের সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনী এবং রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রবল গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলে সেজবিরোধী গণআন্দোলন বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন — তাঁদের অনেক মাশুল দিতে হয়েছে। তাঁদের বেশিরভাগই এখনও ক্ষতিপূরণ পাননি। নেতা-কর্মীদের উপর থেকে শত শত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহৃত হয়নি, দোষীদের শাস্তি হয়নি। এই প্রয়োজন থেকেই ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিকে আন্দোলনে নামতে হবে। এই সরকার আপনাদের দাবি মানবে না। তাই সিপিএমকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রস্তুতি আপনাদের নিতে হবে। জঙ্গলমহলে যৌথবাহিনীর ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সিপিএমকে মদত দিয়ে চলেছে। কংগ্রেস চায় আগামী ভোটে যাতে সিপিএমের আসন বেশি হয়। তাই তারা নানা ভাবে সিপিএমকে মদত দিচ্ছে। গণআন্দোলন দমন করার কৌশল হিসাবে সিপিএম সরকার 'মাওবাদী' তকমা লাগিয়ে যেকোনও ব্যক্তিকে খুন করছে, গ্রেপ্তার করছে, মিথ্যা মামলা দিচ্ছে, জেলে আটকে রাখছে। নন্দীগ্রামের আন্দোলনকেও মাওবাদী সংযোগের কথা বলে তারা জনমত বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

মুম্বইয়ের সংগ্রামী ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনুন

মুম্বইয়ে প্রথম ডি ওয়াই ও সম্মেলনে বিচারপতি সুরেশ হসবেট

যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও-র প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ৩-৫ ডিসেম্বর ওড়িশার ভুবনেশ্বরে। সকল বেকারের কাজ, শূন্যপদ পূরণ, শ্রম নির্ভর শিল্প স্থাপন, মদের লাইসেন্স বন্ধ, সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় স্তরে আন্দোলন গড়ে তোলার সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তুলতেই এই সম্মেলন।

এর প্রস্তুতিতে ১০ অক্টোবর মুম্বইয়ে এক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুম্বই-থানে সাংগঠনিক কমিটি আয়োজিত এই সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে মুম্বই হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সুরেশ হসবেট মুম্বইয়ের সংগ্রামী ঐতিহ্য তুলে ধরে বলেন, শুরুর দিকে মুম্বই ছিল শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু আজ মুম্বই চলে গেছে প্রোমোটারদের দখলে। সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিণামে জনসাধারণ গরিব থেকে আরও গরিব হচ্ছে। ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, শিক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত। কোর্টও ক্রমাগত জনবিরোধী রায় দিচ্ছে, তার সাম্প্রতিক উদাহরণ হল গরিব মানুষের ঘর ভেঙে দেওয়া এবং অযোধ্যা মামলার রায়। সংবাদপত্রগুলি জনগণের সমস্যা নিয়ে কিছু লিখছে না। এই অবস্থায় জনগণের অধিকারগুলি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আক্রমণ থেকে রক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য যে সম্মেলনের সূচনা ডি ওয়াই ও করেছে তা খুবই প্রশংসার। সাংবাদিক শাহ যতীন দেশাই বলেন, আপনারা আন্দোলন এমন তীব্রতর করুন যাতে সংবাদ মাধ্যম তার রিপোর্ট দিতে বাধ্য হয়।

প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) মুম্বাই-থানে সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অনিল ত্যাগী। সংগঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় আহ্বায়ক কমিটির কো-অর্ডিনেটর কমরেড বি আর মঞ্জুনাথ। তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। কমরেড জয়রাম বিশ্বকর্মাকে সভাপতি ও কমরেড দত্ত গোবিন্দ কাজলিকে সম্পাদক করে ১৭ জনের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

হোমিওপ্যাথি কাউন্সিল নির্বাচনে হোমিও ডক্টরস ফোরামের আবেদন

ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অব হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের নির্বাচন আসন্ন। সিপিএম সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা সংস্থার মতো হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিলকেও কুক্ষিগত করার জন্য এই নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে চিকিৎসকদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। কাউন্সিলে রেজিস্টার্ড হওয়া সত্ত্বেও নতুন করে টাকার বিনিময়ে ভোটার করানোর প্রক্রিয়ায় রাজ্যে ৪২ হাজারের বেশি চিকিৎসকদের মধ্যে ভোটাধিকার পেয়েছেন দশ হাজারেরও কম। তাছাড়া কাউন্সিলে ১৯ জন সদস্যের মধ্যে সরকার নিজেই ১০ জনকে মনোনীত করে গণতন্ত্রকে খর্ব করেছে। নির্বাচনের নামে ডাক্তারদের সঙ্গে রাজ্য সরকার এই প্রতারণা বছরের পর বছর চালিয়ে যাচ্ছে।

মনোনীত প্রতিনিধিদের আড়ালে তথাকথিত 'প্রগতিশীল' ও 'হমাই' নামক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতেই সরকার এই চরম অগণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু করেছে। তাঁদের মূল লক্ষ্য ক্ষমতা ভোগ করা। তাই ছাত্র, ইন্টার্ন কিংবা হোমিওপ্যাথির সমস্যা নিয়ে তাঁদের কোনও প্রতিবাদ আন্দোলনও নেই।

রাজ্য সরকার ১৯৮৩-'৮৪ ও '৮৪-'৮৫ সালের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ যখন চরম অনিশ্চয়তার মাঝে ঠেলে দিয়েছিল এবং উপরোক্ত দু'টি সংগঠনের নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, তখন অল বেঙ্গল হোমিও স্টুডেন্টস স্ট্রাগল কমিটি গড়ে তুলে দীর্ঘ আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্ররা জয় লাভ করেছিলেন। যেদিন সরকারের চরম অপদার্থতার জন্য ডিগ্রি কলেজগুলির স্বীকৃতি বাতিল হয়ে গিয়েছিল সেদিনও উপরোক্ত সংগঠন দুটির পরিবর্তে ছাত্ররা পাশে পেয়েছিল ডিগ্রি হোমিও ফোরামকে — যারা দীর্ঘ অনশনের পর দাবি ছিনিয়ে এনেছিল। একইভাবে ডি এইচ এম এসকে সেকেন্ড সিডিউল-এর অন্তর্ভুক্তির দাবিতে অল বেঙ্গল হোমিও ফোরামের আন্দোলন যখন তীব্র রূপ ধারণ করেছিল, তখন আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা হয়েছিল। উন্নত রুচি-আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই তিনটি ঐতিহাসিক সফল আন্দোলনের পরীক্ষিত সৈনিকরাই গড়ে তুলেছিল হোমিও ডক্টরস ফোরাম। তাঁরা আসন্ন কাউন্সিল নির্বাচনে নিম্নলিখিত দাবির ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ১) টাকার বিনিময়ে নয়, সমস্ত রেজিস্টার্ড ডাক্তারকে ভোটাধিকার দিতে হবে, ২) উত্তরবঙ্গ সহ প্রতিটি জেলায় সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ খুলতে হবে, ৩) সমস্ত পঞ্চায়েত এবং পুরসভায় হোমিওপ্যাথি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল খুলতে হবে এবং ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডার স্থায়ীপদে নিয়োগ করতে হবে, ৪) ক্যাপিটেশন ফি নয়, মেধার ভিত্তিতে হোমিওপ্যাথিক কলেজে ছাত্রভর্তি করতে হবে, ৫) প্রতি বছর নিয়মিত সি এম সি পরীক্ষার মাধ্যমে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার স্থায়ীভাবে নিয়োগ করতে হবে, এবং হোমিওপ্যাথির জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। হোমিওপ্যাথি ও চিকিৎসার স্বার্থে কাউন্সিলের মধ্যে গণকণ্ঠস্বর তুলে ধরতে নিম্নলিখিত প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন ঃ-

ডাঃ চৌধুরী সুজিত(৯), ডাঃ দাস স্বপনকুমার (১২), ডাঃ দাস তিমিরকান্তি (১৩), ডাঃ গিরি মতিলাল(২০) ডাঃ মাহাত দীপককুমার(২৯), ডাঃ পাত্র কালিশঙ্কর (৪০), ডাঃ সামন্ত প্রভাস(৪৮), এবং ডাঃ শেখ করিম বক্স(৫৬)।

প্রমিথিউস পাবলিশিং হাউসের প্রকাশনা

'জীবনের সন্ধানে'

পতিতাবৃত্তি, মাদকাশক্তি ও সুরাশক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম ও বিজয়

গোটা বিশ্বের চোখে যা ছিল 'অসম্ভব' তাকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র সম্ভব করেছিল কীসের জোরে, কী উপায়ে — তারই বিজ্ঞানসম্মত, বিশ্লেষণধর্মী ও অতি মনোজ্ঞ এক বর্ণনা আছে কানাডীয় বিজ্ঞানী ও লেখক ডাইসন কার্টারের 'সিন অ্যান্ড সায়েন্স' গ্রন্থে। এই বইয়ের অনুবাদ 'জীবনের সন্ধানে' প্রকাশ করছে পি পি এইচ। মূল্য ৬০.০০ টাকা এবং গ্রাহক মূল্য ৪০.০০ টাকা। গ্রাহক করা চলছে। বইটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। যোগাযোগ ঃ ৯৩৩২০২৭৭২৬

উত্তরপাড়ায় শিক্ষা কনভেনশন

অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া, শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের ও প্রতিবাদে ১৯ সেপ্টেম্বর হুগলির উত্তরপাড়ার বন্ধুমহল ক্লাবে একটি শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রবীণ অধ্যাপক বুদ্ধদেব চক্রবর্তী। সভায় মূল প্রস্তাব পাঠ করেন বিশিষ্ট নাগরিক শ্যামল কুমার মিত্র। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক শিক্ষক প্রশান্ত সাধুখাঁ, অধ্যাপক প্রবীণ হুই, শিক্ষিকা খুরিন সরকার। প্রধান বক্তা অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সদস্য প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ মিত্র বলেন, মনীষীদের লড়াইকে মর্যাদা দিয়ে শিক্ষা ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের জন্য অবারিত করতে হবে। অধ্যাপক বুদ্ধদেব চক্রবর্তীকে সভাপতি এবং শ্যামল কুমার মিত্র ও প্রশান্ত সাধুখাঁকে যুগ্ম সম্পাদক করে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির উত্তর পাড়া মাখলা শাখা গঠিত হয়।

এ আই ডি ওয়াই ও-র প্রথম সর্বভারতীয় যুব সম্মেলন

প্রকাশ্য সমাবেশ

৩ ডিসেম্বর ২০১০

পি জি এম স্কোয়ার, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা

***প্রধান বক্তা ঃ* কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, পলিটব্যুরো সদস্য, এস ইউ সি আই (সি)**

বক্তা ঃ এ আই ডি ওয়াই ও নেতৃবৃন্দ

প্রতিনিধি অধিবেশন

৪-৫ ডিসেম্বর ২০১০

উদ্বোধনী ভাষণ — কমরেড প্রভাস ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক, এস ইউ সি আই (সি)

সমাপ্তি ভাষণ — কমরেড মানিক মুখার্জী, পলিটব্যুরো সদস্য, এস ইউ সি আই (সি)

নেহেরু যুব প্রতিষ্ঠান, ওড়িশা

ঘুটিয়ারি শরিফে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের জয়

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার ঘুটিয়ারি শরিফ হাসপাতালে দিবারাত্রি পরিষেবা চালু সহ ১১ দফা দাবি নিয়ে ৮ নভেম্বর হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির উদ্যোগে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। চারদিক থেকে চারটি মিছিলে প্রায় দেড় হাজার মানুষ হাসপাতালে পৌঁছান। ছাত্রছাত্রী ও মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ঘুটিয়ারি শরিফ ব্যবসায়ী সমিতি সহ ১২টি ক্লাব ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই আন্দোলনে সামিল হন। এসিএমওএইচ এক সপ্তাহের মধ্যে ইনডোর চালু করার প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভ প্রত্যাহৃত হয়।

এই হাসপাতালটি ৪টি অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র। প্রতিদিন এখানে ৩০০-৩৫০ রোগী আসেন। কিন্তু হাসপাতাল ১০টা থেকে ২টা পর্যন্ত খোলা থাকে এবং মাত্র একজন ডাক্তার। সাপে কাটার ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই, ৩৫টি বেড, ইএনটি, প্রসূতি বিভাগ, ল্যাবরেটরি, ওটি প্রভৃতি নামাঙ্কিত ঘর থাকলেও কোনও পরিষেবা নেই। অথচ এটাই সরকারিভাবে ঘোষিত ক্যানিং ১নং ব্লক হাসপাতাল।

এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে গত ৪-৫ মাস ধরে লাগাতার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় অনুষ্ঠিত হল এই গণডেপুটেশন। আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন ডাঃ ইয়ারব হোসেন লস্কর, চিত্ত সাঁফুই, মাওলা পুরকাইত, সমীর মণ্ডল, প্রতাপ নস্কর, আনারুল লস্কর, শতদল মণ্ডল, গোপাল নস্কর, সামসুদ্দিন লস্কর ও নারায়ণ নস্কর।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in